''চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ'' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মৎস্য অধিদপ্তর

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। প্রকল্পের অবস্থান : দেশের ৭টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৭৭টি উপজেলা।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৫৮৪.২২	৩৯৪২.২২	৩৯৪১.৭৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	৩৫৮.০০ (১০%)	১ বছর (৬৬%)

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** পরিশিষ্ট "ক" সংযুক্ত।

৭। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পরীক্ষা, সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্যে ও মূল কার্যক্রমঃ**

৮.১ **পটভূমিঃ** আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও জীবিকা নির্বাহে দেশীয় প্রজাতির মাছের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দেশীয় ছোট মাছ বিশেষ করে মলা, পুঁটি, ঢেলা ইত্যাদি বিভিন্ন পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ বিধায় রাতকানা, রক্ত শুন্যতাসহ অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ষাট ও সত্তরের দশকে প্রাকৃতিক জলাশয়ে ছোট-বড় উভয় মাছেরই প্রাচুর্যতা ছিল। এ সময় মোট উৎপাদিত মাছের শতকরা ৭০ ভাগের বেশী আসতো প্রাকৃতিক জলাশয় হতে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগে নেমে এসেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে মানুষের বাসস্থান ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য অনেক ছোট বড় জলাশয় ভরাট করে ফেলা হয়েছে। পদ্মা নদীর উজানে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ প্রভাব বিবেচনায় না এনে বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ কাঠামো নির্মাণ, বর্ষাকালে অত্যাধিক পলি জমার কারণে অনেক নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নদীর বুকে জেগে উঠা বিশাল চর সৃষ্টির ফলে সংকুচিত হচ্ছে মাছের আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র । তাছাড়া বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে সেচের জন্য জলাশয় থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন, শীত ও খরা মৌসুমে এসব মাছের অতি আহরণ, প্রাকৃতিক জলাশয় সম্পূর্ন শুকিয়ে মাছ ধরা, নির্বিচারে বিভিন্ন মাছ নিধক ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার, মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকর অবৈধ সরঞ্জামাদির ব্যবহার, নদীর নাব্যতা হ্রাস ইত্যাদি কারণে নদীতে মাছের উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং অনেক দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায়। এ প্রেক্ষাপটে দেশের মানুষের জন্য ছোট মাছের যোগান বৃদ্ধি কল্পে মুক্ত জলাশয়গুলোর যথাযথ সংস্কার, সংরক্ষণ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা, মৎস্য বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মৎস্য পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **উদ্দেশ্যঃ**

(ক) চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

(খ) দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলীয় জীব বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার;

(গ) সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন; এবং

(ঘ) প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৮.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- চিহ্নিত অবক্ষয়িত খাস জলাশয় ও খাল উন্নয়ন;
- সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে (৫৭টি) সহায়তা প্রদান;
- দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের নার্সারী স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা মজুদ;
- প্রশিক্ষণ;
- মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ;
- মৎস্যচাষি প্রশিক্ষণ;
- কর্মশালা/সেমিনার;
- র‍্যালী;
- ভিডিও চিত্র নির্মাণ;
- টিভি প্রচারণা
- সম্প্রসারণ ও মুদ্রণ সামগ্রী প্রস্তুত; এবং
- প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুতি (মডিউল, ফ্লিপ চার্ট ইত্যাদি)।

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি ২০/০৭/২০১০ তারিখে ৩৫৮৪.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পুনঃখননযোগ্য জলাশয়ের তালিকা পরিবর্তন এবং বিভিন্ন অংগের পরিমাণ ও ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধন মোতাবেক প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারিত হয় ৩৯৪২.২২ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ অপরিবর্তীত থাকে। সর্বশেষ প্রকল্পটি ১৫/০৯/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে এবং মোট ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে অন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়।

১০। ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১০-২০১১	৫৮৪.৪১	৫৮৪.৪১	৫৮৪.৪১	৫৮৪.৪১
২০১১-২০১২	১৯০০.০০	১৮৮৮.৭৯	১৮৮৮.৭৯	১৮৮৮.৭৯
২০১২-২০১৩	১৪৫৭.৮১	৮৯৫.৫৪	৮৯৫.৫৪	৮৯৫.৫৪
২০১৩-২০১৪	৫৭৩.৪৮	৫৭৩.৪৮	৫৭৩.০০	৫৭৩.০০
সর্বমোট =	৩৯৪২.২২	৩৯৪২.২২	৩৯৪১.৭৪	৩৯৪১.৭৪

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
০১	ড. ইকবাল আজম (পঞ্চম গ্রেড)	পূর্ণকালীন	০১/০৮/২০১০-০১/০৭/২০১৪

১২। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটি আইএমইডি বিভাগের সহকারী পরিচালক দেবোত্তম সান্যাল কর্তৃক ১৩/০৩/২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায়, ০৯/০৪/২০১৫ তারিখ ময়মনসিংহ জেলায়, ১০/০৪/২০১৫ তারিখ নেত্রকোনা জেলায়, ২৮/০৪/২০১৫ তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলায়, ২৯/০৪/২০১৫ তারিখ পাবনা জেলায় এবং ১৬/০৭/২০১৫ তারিখ বগুড়া জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সহকারী পরিচালক উপস্থিত থেকে পরিদর্শনকাজে সহায়তা করেণ।

১৩। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১৩.১ চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়নঃ

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিপিপি'তে ১২৩টি চিহ্নিত জলাশয়ে ২২২২.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৭.২২ লক্ষ ঘন মিটার মাটি পূনঃখনন বাবদ ব্যয়ের সংস্থান ছিল । এই খাতে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার ১০০%। প্রকল্পের ডিপিপি'তে উল্লিখিত এলসিএস পদ্ধতিতে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এলসিএস কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নের ফলে কমিটির সদস্যগণ মাটি কাটার কাজ হতে সরাসরি আয়ের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকে এবং উক্ত জলাশয়ের পাড়ে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠি পূনঃখননকৃত জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে সম্পৃক্ত থেকে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোসহ উৎপাদনকৃত মাছ বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

চিত্রঃ ধলাই নদীর পুনঃখননের পর বর্তমান অবস্থা।

চিত্রঃ পুনঃখননকৃত ধলাই নদীর পূর্বের অবস্থার চিত্র

চিত্রঃ ইছামতি মরা নদী (সোনামুখী বেইলী ব্রীজ হইতে নিশীপাড়া দহ পর্যন্ত) পুনঃখননের পর বর্তমান অবস্থা

চিত্রঃইছামতি মরা নদী (রইচ উদ্দিনের বাড়ী হতে সোনামুখী ব্রীজ পর্যন্ত) পুনঃখননের পর বর্তমান অবস্থা

১৩.২ চিহ্নিত অবক্ষয়িত খাল উন্নয়নঃ

ডিপিপি'তে ৩৩৫.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭০.০০ কি.মি. খাল পূনঃখননের সংস্থান ছিল। যার মধ্যে ৩৩৫.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৯.৯১ কি. মি. সংযোগ খাল (৩৪.৯৫ হেক্টর) পূনঃখনন করা হয়। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার ১০০%। খাল পূনঃখনন কার্যক্রম প্রকল্পের ডিপিপি'তে উল্লিখিত এলসিএস পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়। খাল পূনঃখনন কার্যক্রমের ফলে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন জীববৈচিত্র্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, যা খালের পাড়ে বসবাসরত জনগণের নিকট হতে জানা যায়।

১৩.৩ সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে (৫৭টি) সহায়তা প্রদানঃ

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন সুবিধা সৃষ্টি, খামারের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা উৎপাদন/নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী ৫৭টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে সহায়তা বাবদ এ খাতে প্রকল্পের সর্বমোট সংস্থান ছিল ২৮৫.০০ লক্ষ টাকা। এ খাতে অগ্রগতির হার ১০০%। উল্লেখ্য যে, উৎপাদন বছর শেষে মোট বরাদ্দকৃত টাকা হতে প্রতি খামারে প্রাপ্ত বরাদ্দের কমপক্ষে ৩০% হারে অর্থাৎ খামার প্রতি কমপক্ষে ১.৫০ লক্ষ টাকা আবর্তক তহবিলে জমা রাখা হয়েছে। আবর্তক তহবিল পরবর্তী সময়ে ছোট মাছের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয় করা হবে এবং ফি বছর আবর্তক তহবিলের টাকা আবর্তিত হবে। এক্ষেত্রে সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারসমূহে অতি বিপন্ন ও সংকটাপন্ন ছোট মাছগুলোর মধ্যে কৈ, গুলশা, পাবদা, মাগুর, শিং, মেনি, বাটা, তারা বাইমসহ বেশ কিছু মাছের প্রণোদিত প্রজনন ও পোনা উৎপাদন সম্ভব হয়েছে এবং প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা উন্মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্ত করা হয়েছে। তবে পরিদর্শনকালে জানা যায়, কৈ, শিং, মাগুড় এবং বাটা ব্যাতিত অন্যান্য ছোট মাছের খামারী পর্যায়ে তেমন চাহিদা নেই। ফলে হ্যাচারী গুলোতেও অন্যন্য মাছের পোনা উৎপাদন খুবই কম।

চিত্রঃ মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার মাসকান্দা, ময়মনসিংহে নির্মিত সিসর্টান শেড

চিত্রঃ মাসকান্দা মৎস্য উৎপাদন খামারে ব্রুড মাছের পুকুরের পাড় ভেংগে যাচ্ছে

চিত্রঃ উল্লাপাড়া হ্যাচারী কমপ্লেক্সে নির্মিত সিসর্টান

চিত্রঃ পাবনা সদর খামারে নির্মিত সিসর্টান

চিত্রঃ মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, চাটমোহর, পাবনায় প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ট্রে এবং জেনারেটর

১৩.৪ দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের নার্সারী স্থাপনে সহায়তা প্রদানঃ

ডিপিপি'তে প্রকল্পের এ খাতে সর্বমোট সংস্থান ছিল ২০০.০০ লক্ষ টাকা। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা উৎপাদনে নার্সারী কার্যক্রমের জন্য ৫০০ জন বেসরকারী নার্সারারকে অত্র প্রকল্পের অর্থায়নে জন প্রতি ৪০,০০০/- টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। এই খাতে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার ১০০%। উক্ত নার্সারীসমূহে অতি বিপন্ন ও সংকটাপন্ন ছোট মাছগুলোর মধ্যে কৈ, গুলশা, পাবদা, মাগুর, শিং, মেনি, বাটা, তারা বাইম, খসল্লা, তাপসী, বাইম, গুচি, ফলি, ভাংনা, বেলে, টেংরা, কাজলী, বাতাসি ইত্যাদি মাছের নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপজেলা এবং জেলা পর্যায় হতে প্রেরিত নার্সারী মালিকের তালিকা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের পরামর্শক্রমে এবং বেসরকারী খামার নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। তবে প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প হতে সহায়তা না থাকায় চাষীদের মধ্যে এ সকল বেশীর ভাগ ছোট মাছ চাষে তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি।

১৩.৫ দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা মজুদঃ

ডিপিপি'তে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উন্নয়নকৃত জলাশয়ে ২৫০ লক্ষ (২৫০ মে.টন) দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা অবমুক্তির সংস্থান ছিল। এই খাতে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার প্রায় ১০০%। প্রাক বর্ষা মৌসুমে উন্মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ছোট মাছের ক্রমহ্রাসমান অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদান রেখেছে। তাছাড়াও পুনঃখননকৃত জলাশয়সমূহে পোনা মাছ অবমুক্তকরণের ফলে সারা বছর দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ প্রাপ্তি এবং সেখানে প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৩.৬ প্রশিক্ষণঃ

এই খাতে ৪০০ জন মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ও ৬৪৬৬ জন মৎস্য চাষিকে ''দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ'' বিষয়ে (কর্মকর্তাদের ০৫ দিন ব্যাপি এবং মৎস্য চাষিদের ০২ দিন ব্যাপি) প্রশিক্ষণের নিমিত্ত ডিপিপি'তে সর্বমোট ৭৮.১৮ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এই খাতে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার ১০০%। ডিপিপি অনুযায়ী দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যারা মাঠ পর্যায়ে ছোট মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এছাড়া সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও খামার ব্যবস্থাপক কর্তৃক দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মৎস্যচাষি/খামারীকে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্য চাষিগণ প্রকল্পের পূনঃখননকৃত জলাশয়সমূহ সহ নিজেদের পুকুরে ছোট মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন। ফলে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, পরিবারের আমিষের চাহিদা মেটানো, উদ্বৃত্ত মাছ বিক্রি করে আয়ের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

১৩.৯ কর্মশালা/ সেমিনার ইত্যাদিঃ

ডিপিপি'তে সর্বমোট ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১টি (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১টি, বিভাগীয় পর্যায়ে ৭টি ও জেলা পর্যায়ে ৩টি) কর্মশালার সংস্থান ছিল । এই খাতে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার ১০০%। ''দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ'' বিষয়ের উপর ১৩/০৩/২০১১ ইং তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ৭টি বিভাগ এবং নওগাঁ, কুষ্টিয়া ও নোয়াখালী জেলায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক, সিনিয়র/উপজেলা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খামার ব্যবস্থাপক, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, সুফলভোগী, এনজিও কর্মী এবং গণমাধ্যম কর্মীদের উপস্থিতিতে মোট ১০টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পরবর্তীতে প্রকল্প কার্যক্রমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৩.১০ র‍্যালীঃ

ডিপিপি'তে বরাদ্দের পরিমাণ ১৩.০০ লক্ষ টাকা। মাঠ পর্যায়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ১৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্বমোট ১৭৩ টি র‍্যালী (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে) অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীতে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, মৎস্য চাষী, মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী, এনজিও কর্মী, গণমাধ্যম কর্মী এবং সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৩.১১ ভিডিও চিত্র নির্মানঃ

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ বিষয়ের উপর ভিডিও চিত্র নির্মান খাতে ডিপিপি'তে ১৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল । ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ আর্থিক সালে প্রতিটি ১৫(±) মিনিট স্থিতিকালের ০৩টি ভিডিও চিত্র নির্মানের পর তা ১৫০০টি (প্রতিটি ৫০০ টি করে) ডিভিডি তে রুপান্তর করে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা অফিসে বিতরণ করা হয়েছে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ সহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে বড় পর্দায় মৎস্য চাষিসহ সাধারণ জনগণের মাঝে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৩.১২ টিভি প্রচারণাঃ

''দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য চাষ ও সংরক্ষণ'' বিষয়ের উপর ভিডিও নির্মান ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারের নিমিত্ত ডিপিপি'তে ১০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল । ৩টি ভিডিও চিত্র(ছোট মাছ আগাছা নয়, ঔষধি মাছ এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ) নির্মানের পর তা টিভি চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ খাতে সর্বমোট ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৩.১৪ সম্প্রসারণ ও মুদ্রণ সামগ্রী প্রস্তুতঃ

এ খাতে ডিপিপি'তে ১৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের নীতিমালাসহ ৮ রকমের পোষ্টার, ২ রকমের লিফলেট, পরিমাপ বহি, নোট বই ইত্যাদি মুদ্রণ করে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা অফিসে বিতরণ করা হয়েছে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ সহ বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্রামে এ সকল সামগ্রী মৎস্য চাষিসহ সাধারণ জনগণের মাঝে প্রদর্শন ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৩.১৫ প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুত (মডিউল, ফ্লিপ চার্ট ইত্যাদি) :

এ খাতে ডিপিপি'র সংস্থান ছিল ৩০.০০ লক্ষ টাকা। দেশীয় প্রজাতির ছোট চাষ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী ও মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ''দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রজনন পদ্ধতি এবং সমাজ ভিত্তিক সংগঠন'' বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল-১ এবং প্রশিক্ষণ মডিউল-২ সহ ২০ রকমের ফ্লিপ চার্ট মুদ্রণ করা হয়েছে।

১৪। **ক্রয় কার্যক্রম এবং এক্সটার্নাল অডিট সংক্রান্তঃ**

দৈবচয়নের ভিত্তিতে কিছু নথি পত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে । প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আফিস আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি প্রকল্প সমাপ্তির পর ২৭/০৬/২০১৪ তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ সকল সামগ্রী বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরে ব্যবহার হচ্ছে। প্রকল্পটির এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং এক্সটারনাল অডিটে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের বিষয়ে ব্রডশীটে জবাব প্রদান করা হয়েছে। তবে এখনও কিছু আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	**অর্জিত**
(ক) চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;	১২৩টি চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় ও ৬৬টি খাল পুনঃখননের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরূদ্ধার করা হয়েছে;
(খ) দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলীয় জীব বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার	সরকারী ৫৭টি মৎস্য উৎপাদন খামারের উন্নয়নের মাধ্যমে ২৮৫.০০ মেঃ টন ছোট মাছের মানসম্মত পোনা উৎপাদন করা হয়েছে। ৫০০টি বেসরকারী নার্সারিকে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। পুনঃখনকৃত জলাশয়সমূহে ২৪৯.৫০ মেঃ টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতীর ছোট মাছ সংরক্ষণ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলীয় জীববৈচিত্র পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্ঠা নেয়া হয়েছে;
(গ) সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন; এবং	এলসিএস পদ্ধতিতে মোট ১৮৯টি অবক্ষয়িত খাস জলাশয় ও খাল পুনঃখনন করে সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করা হয়েছে; এবং
(ঘ) প্রকল্পভুক্ত এলাকাতে মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	খাল পুনঃখননের ফলে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন ও বৈচিত্র্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। উক্ত জলাশয়ের পাড়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠী পুনঃখননকৃত জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও আহরণে সম্পৃক্ত থেকে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মিটানোসহ উৎপাদনকৃত মাছ বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করছেন, যা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৬। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৭। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৭.১। মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার মাসকান্দা, ময়মনসিংহে ছোট ব্রুড মাছের জন্য নির্ধারিত পুকুরের পাড় ভেংগে গিয়েছে। এ খামারের সিসটার্ন শেডের পার্শ্বে সীমানা প্রাচীর নীচু হওয়ায় পোনা উৎপাদন মৌসুমে নিরাপত্তাহীনতা জনিত সমস্যা বিরাজমান;

১৭.২। সরকারী বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের মাধ্যমে খাস জলাশয় ও খাল খনন করা হয়ে থাকে পরিদর্শিত খননকৃত জলাশয় সমূহের পাশে কোন সাইনবোর্ড দেখা যায়নি ফলে এ খননকাজ কোন প্রকল্প/সংস্থার আওতায় করা হয়েছে তা বুঝা যায় না;

১৭.৩। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সমূহের উন্নয়ন, জেলা ও উপজেলা অফিস সমূহে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন সরবরাহ, জলাশয় ও খাল খনন/পুনঃখনন করা হয় । ফলে একই এলাকার জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে দ্বৈততা ঘটার সম্ভবনা থাকে;

১৭.৪। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাছ চাষ ও মাছ ধরার উপকরণ বিতরণ করা হয়। ফলে একই ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগীর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; এবং

১৭.৫। আলোচ্য প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিটে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিষয়ে ব্রডসিটে জবাব প্রদান করা হলেও কিছু আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে।

১৮। **সুপারিশঃ**

১৮.১। রাজস্বখাত/মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার মাসকান্দা ময়মনসিংহের পুকুরের পাড় মেরামত করা প্রয়োজন। এ খামারের সিসটার্ন শেডের পাশের দেয়ালের উচ্চতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খামারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন করা যেতে পারে;

১৮.২। ভবিষ্যতে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় যে সকল জলাশয় খনন করা হবে তার পাশে বিস্তারিত তথ্যসহ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে;

১৮.৩ বিভিন্ন প্রকল্পে একই ধরণের কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে কার্যক্রম ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমূহে Mapping করা যেতে পারে;

১৮.৪। সারা দেশে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় প্রকৃত জেলেদের নিবন্ধনের কার্যক্রম চলমান আছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবানাধীন কার্যক্রমে প্রকল্পভুক্ত এলাকার প্রকৃত মৎস্য জীবিদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং একই ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকল্পের/অংগের সুফলভোগীর তালিকায় অন্তর্ভূক্তির দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে একটি ডাটা বেইজ প্রণয়ন করার বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে পারে;

১৮.৫। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ফলো-আপের জন্য Participant List-এ মোবাইল ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবি ও অন্যান্য সুফলভোগীর তালিকা জেলা/উপজেলা দপ্তরে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

১৮.৬। এক্সটার্নাল অডিটে উত্থাপিত আপত্তি সমূহ নিস্পত্তি করে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; এবং

১৮.৭। অনুচ্ছেদ ১৮.১ থেকে ১৮.৬ এ বর্ণিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট "ক"

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব ব্যয়ঃ						
১	অফিসারদের বেতন	৩ জন	৩১.২৬	৪	৩০.৮১	৩
২	কর্মচারীদের বেতন	৩ জন	৬.৭৩	৩	৬.৯১	৩
৩	ভাদাদি	৬জন	৩০.২৬	৭	৩১.৮৭	৬
৪	ভ্রমণ ভাতা	থোক	৫১.০৯	থোক	৫১.০৯	থোক
৫	যানবাহন জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট/গাড়ী ভাড়া	থোক	৫১.২০	থোক	৫০.৮৩	থোক
৬	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের সংরক্ষণ ক্যাম্পেইন (র‍্যালী/পথনাটক ইত্যাদি)	থোক	১৩.০০	থোক	১৩.০০	থোক
৭	ভিডিও চিত্র নির্মাণ	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	থোক
৮	রিডিও/টিভি প্রচারণা	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক
৯	সম্প্রসারণ সামগ্রী, বুলেটেস, পোস্টার ইত্যাদি তৈরী	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	থোক
১০	প্রশিক্ষণ সামগ্রী, তৈরি (মডিউল, ফ্রিপচার্ট ইত্যাদি)	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০	থোক
১১	ট্রেনিং (মৎস্য বিভাগী কর্মকর্তা এবং মৎস্য চাষি)	৪০০ কর্মকর্তা ৫৮৬৬ মৎস্য চাষী	৭৮.১৮	থোক	৭৮.১৮	৪০০ কর্মকর্তা এবং চাষী
১২	কর্মশালা/সেমিনার	১০+১	৫.০০	থোক	৫.০০	১০+১
১৩	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ	১৯৯ লক্ষ	৫০০.০০	২৫০ লক্ষ	৪৯৯.০০	২৪৯.৫ লক্ষ
১৪	সম্মানী ভাতা	থোক	১.৪১	থোক	১.১২	থোক
১৫	প্রকল্প মূল্যায়ন	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক
১৬	টেলিফোন বিল	থোক	০.৬৭	থোক	০.৫৬	থোক
১৭	ডে-লেবার	থোক	২.৫৬	থোক	৫.২৩	থোক
১৮	অফিস গার্ড	১ নং	২.৫৭	থোক	২.৩৩	১ নং
১৯	অফিস আনুসাংগিক ও বিবিধ	থোক	৩৪.২২	থোক	৩৪.২২	থোক
২০	৫৭টি সরকারী খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন সহায়তা	৫৭ সরকারী চাষী	২৮৫.০০	থোক	২৮৫.০০	৫৭ সরকারী চাষী
২১	৫০০টি বেসরকারী খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের নার্সারি স্থাপনে সহায়তা	৫০০ বেসরকারী চাষী	২০০.০০	থোক	২০০.০০	৫০০ বেসরকারী চাষী

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	মোট রাজস্ব (ক)		**১৩৬৮.১৫**	**-**	**১৩৬৭.১৫**	
	মুলধন ব্যয়					
২২	ফটোকপিয়ার	১নং	১.০০	১নং	১.০০	১নং
২৩	এযারকুলার	১ নং	০.৫০	১ নং	০.৫০	১ নং
২৪	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	৪ নং	৪.৪৮	৪ নং	৪.৪৮	৪ নং
২৫	ফানিচার ক্রয়	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক
২৬	টেলিফোন	১ নং	০.২০	১ নং	০.২০	১ নং
২৭	ফ্যাক্স	১নং	০.২০	১নং	০.২০	১নং
২৮	সংযোগ খাল খনন/পুনঃখনন	৮২.৪১ কিমি	৩৩৫.৫৮	৭০ কিমি	৩৩৫.৫৮	৬৯.৯১ কিমি
২৯	চিহ্নিত জলাশয় খনন/পুনঃখনন	৩৭.২২ লক্ষ ঘন ফুট	২২২২.১১	৩০.৬৮ লক্ষ ঘনফুট	২২২২.৬৩	৩৬.৫৮ লক্ষ ঘনফুট
	মোট মূলধন ব্যয় (খ) =		**২৫৭৪.০৭**		**২৫৭৪.৫৯**	
	সর্বমোট =		**৩৯৪২.২২**		**৩৯৪১.৭৪**	

cKíf³ miKvi g!m¨e" #!cv`b Lvgv‡ii Zvw$Kv

µ: bs	wefv%	‡"$v	miKvi Lvgv‡ii bvg
1	UvKv	g&gbwmsn	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, gvmKv#`v, g&gbwmsn
2		g&gbwmsn	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, 9%$i, g&gbwmsn
3		‡bV‡KvWv	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, ‡bV‡KvWv
(		Rvgv%$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, Rvgv%$i
0		ivR'vNx	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, ivR'vNx
6		‡,v$v%,X	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, ‡,v$v%,X
5		biwms`x	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, biwms`x
8		gv`vix$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, gv`vix$i
<		gwH,X	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, gwH,X
1B	PM,vg	%Yx$i	g3m¨ $Rbb + $wGYW !K#`, iv&$i, %Yx$i
11		%Yx$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, gv#`vix, %Zx$i
12		Pv`$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, KP&v, Pv`$i
13		!bv&v*v%x	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, ‡Plgnbx, !bv&v*v%x
1(		!9bx	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, 7v,%bv2&v, !9bx
10		Kwg%]v	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, ‡`'x^vi, Kwg%]v
16		Kwg%]v	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, Pw#`bv, Kwg%]v
15		Kwg%]v	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, %vKmvg, Kwg%]v
18	wm‡%U	wm‡%U	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, ‡,v%v$,X, wm‡%U
1<		wm‡%U	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, *vw`gb,i, m`i, wm‡%U
2B		nw',X	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi_ Gv‡&.`v,X, nw',X
21		nw',X	Kv$ n¨vPvix Kg‡$]:, b'x,X, nw',X
22		mbvg,X	Kv$ n¨vPvix Kg‡$]:, Gwa`,X, mbvg,X `wYW, mbvg,X
23		‡gl%1x'vRvi	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, K%vDNv, !gl%1x'vRvi
2(	'wiGv%	'wiGv%	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, ‡,lib`x, 'wiGv%
20		'wiGv%	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, DwRi$i, 'wiGv%
26		'wiGv%	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, 'wiGv%
25		'wiGv%	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, !g‡n#`x,X, 'wiGv%
28		bv%Kwl	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, bv%Kwl

µ: bs	wefv%	‡"$v	miKvi Lvgv‡ii bvg
2<		w$‡ivR$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, w$‡ivR$i
3B		‡1v%v	KZvi nvU wgwb n¨vPvix, Pi9¨vGb, !1v%v
31		‡1v%v	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, !1v%v
32		$U&v*v%x	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, $U&v*v%x
33	ivRGvnx	bv‡Uvi	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, bv‡Uvi
3(		bv‡Uvi	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, Kvi'v%v, bv‡Uvi
30		b+,v	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, b+,v
36		wmivR,X	D%]v$vNv n¨vPvix Kg‡$]:, D%]v$vNv, wmivR,X
35		wmivR,X	wbg,w7 g3m¨ Pvc $KA Pn¨vPvix 2DwbUQ iv&,X, wmivR,X|
38		'dNv	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, ‡Gi$i, 'dNv
3<		$v'bv	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, $v'bv
(B		$v'bv	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, PvU‡gvni, $v'bv
(1	is$i	w`bvR$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, $v'Zx$i, w`bvR$i
(2		w`bvR$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, 'xi,X, w`bvR$i
(3		w`bvR$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, Kvnv‡iv%, w`bvR$i
((		w`bvR$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, !mZv',X, w`bvR$i
(0		%v%gwbinvU	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, %v%gwbinvU
(6		is$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, GwI'vNx, is$i
(5		is$i	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, ZvRnvU, is$i
(8		,v2'vfv	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, ,v2'vfv
(<		,v2'vfv	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, !,w'#`,X, ,v2'vfv
0B		KwN,vg	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, KwN,vg
01		IvKi,v+	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, IvKi,v+
02		bx%9vgvix	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, gm&`$i, bx%9vgvix
03	*%bv	*%bv	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, *%bv|
0(		*%bv	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, =gwi&v, *%bv|
00		Kwh&v	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, !$vNv`n, Kwh&v|
06		'v‡,invU	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, m`i, 'v‡,invU|
05		h‡Gvi	g3m¨ 'xR D3$v`b *vgvi, wbKi,v7v, h‡Gvi

‘‘মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি (১ম সংশোধিত)’’
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ : মৎস্য অধিদপ্তর

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ : বাংলাদেশের সকল জেলা এবং সকল উপজেলা।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯৯.৫৫	৭৬৯.৫০	৭৬৯.৪৬	মার্চ, ১১ হতে ডিসেম্বর, ১৩	মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	৬৯.৯৫ (১০)	৬ মাস (১৮)

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	ভ্রমন ভাতা	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০)
২।	টেলিফোন বিল	থোক	থোক	০.৫০	থোক	০.৪৬ (৯২)
৩।	যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	থোক	০.৯০	থোক	০.৯০ (১০০)
৪।	জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০ (১০০)
৫।	ভিডিও ফিল্ম প্রস্তুত	থোক	থোক	৬.৫০	থোক	৬.৫০ (১০০)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬।	বিজ্ঞাপন (রেডিও/টেলিভিশন)	থোক	থোক	১৩.০০	থোক	১৩.০০ (১০০)
৭।	সম্প্রসারণমূলক বুকলেট, পোস্টার তৈরী, মডিউল, প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রচারনা)	থোক	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০ (১০০)
৮।	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৪০ ব্যাচ	৩০.০০	৪০ ব্যাচ (১০০)	৩০.০০ (১০০)
৯।	স্থানীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২০ ব্যাচ	৩০.০০	২০ ব্যাচ (১০০)	৩০.০০ (১০০)
১০।	মাছ ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	১২৮০ ব্যাচ	৩০২.৭০	১২৮০ ব্যাচ (১০০)	৩০২.৭০ (১০০)
১১।	সচেতনতামূলক সভা	টি	১০০০টি	১০০০.০০	১০০০টি (১০০)	১০০০.০০ (১০০)
১২।	কর্মশালা (জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়)	টি	৬৬	২৩.১৮	৬৬ (১০০)	২৩.১৮ (১০০)
১৩।	মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা	টি	২৫৯০	৭৫.০০	২৫৯০ (১০০)	৭৭.৭০ (১০০)
১৪।	পরিবহন ভাড়া (সকল প্রকার/ধরণ)	থোক	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০ (১০০)
১৫।	অফিস আনুষাংগিক ও অন্যান্য	থোক	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০ (১০০)
১৬।	প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন সভার জন্য ভাতা	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০)
১৭।	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (গাড়ী)	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০)
১৮।	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	থোক	থোক	১.৯০	থোক	১.৯০ (১০০)
১৯।	গাড়ী ৪ হুইল	টি	১টি	৫৩.০০	১টি (১০০)	৫৩.০০ (১০০)
২০।	কম্পিউটার ও সামগ্রী	টি	২টি	১.৫০	২টি (১০০)	১.৫০ (১০০)
২১।	ফ্যাক্স	টি	১টি	০.৬০	১টি (১০০)	০.৬০ (১০০)
২২।	এয়ারকন্ডিশনার	টি	১টি	০.২৫	১টি (১০০)	০.২৫ (১০০)
২৩।	ফটোকপিয়ার	টি	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
					(১০০)	(১০০)
২৪।	আসবাবপত্র	টি	১টি	৫.০০	১টি (১০০)	৫.০০ (১০০)
২৫।	ফরমালিন ডিটেকটিং কিট বক্স	টি	১টি	১০০.০০	১টি (১০০)	১০০.০০ (১০০)
২৬।	সংযোগসহ টেলিফোন	টি	১টি	০.১০	১টি (১০০)	০.১০ (১০০)
	মোট =			**৭৬৯.৫০**		**৭৬৯.৪৬**

৭। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পরীক্ষা, সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্যে ও মূল কার্যক্রমঃ**

৮.১ বাংলাদেশের অর্থনেতিক উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য ও আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। মাছ একটি অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্য যার মধ্যে রয়েছে উন্নত ও সহজ আমিষ, অত্যবশ্যকীয় ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ও খনিজ লবণ। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সুস্থ জাতি গঠনে মাছ অত্যন্ত উপযোগী খাদ্য।

প্রাকৃতিকভাবে মাছ একটি দ্রুত পঁচনশীল খাদ্য। আহরণের পর মাছের সঠিক পরিচর্যা গ্রহণ করলে মাছের পঁচনের প্রবণতা হ্রাস করা যায় এবং ভোক্তার হাতে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া যায়। ফরমালিন একটি রাসায়নিক ও বিষাক্ত দ্রব্য। সংরক্ষণের ব্যয় কমানোর জন্য কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক মাছে ফরমালিন ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অসাধু ব্যবসায়ীরা যে সমস্ত পঁচনশীল খাদ্যের বাহ্যিক চেহারাতে টাটকাভাব ও দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করে থাকে মাছ তম্মধ্যে অন্যতম। ফরমালিনযুক্ত মাছ খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, রক্ত সংবহনতন্ত্রে ক্ষতিসাধন, শ্বাসযন্ত্রের কর্মক্ষমতা হ্রাস, চর্ম ও কিডনি রোগ এবং ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়াও, ফরমালিনযুক্ত মাছ খাওয়ার কারণে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধ করতে না পারলে জনস্বাস্থ্যে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এবং মৎস্য চাষে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এ প্রেক্ষাপটে নিরাপদ ও ফরমালিনমুক্ত মাছ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **উদ্দেশ্য:**

- মাছে ফরমালিনের উপস্থিতি শনাক্তকরণ;
- ফরমালিনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতাসহ সর্বসাধারনকে সচেতন করা; এবং
- ফরমালিন সম্পর্কিত বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, মাছ বিক্রেতা, আড়ৎদার, মৎস্য বাজার/মৎস্য আড়ত ব্যবস্থাপনা কমিটি, মৎস্যজীবিদের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- জেলা পর্যায়ে ফরমালিন ডিটেকশন ডিজিটাল কিট বক্স সরবরাহ;
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠান;
- ফরমালিন এর অপব্যবহার ও ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন;
- ডকুমেন্টেশন ও প্রচারণা।

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ৩১/০৩/২০১১ তারিখে ৬৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ভিডিও ফিল্ম প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রচারনা, ভ্রমণ ভাতা ও জ্বালানি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাস্তবতার নিরীখে ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০১/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পটির ব্যয় হয় ৭৬৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল মার্চ, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৪ ।

১০। ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	**মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**	**সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ**	**অবমুক্ত**	**ব্যয়**
২০১১-২০১২	৩২৯.৭০	৩২৯.৭০	৩৩০.০০	৩৩০.০০
২০১২-২০১৩	২০২.৫৮	২০২.৫৮	২০২.০০	২০২.০০
২০১৩-১৪	২৩৭.২২	২৩৭.২২	২৩৭.০০	২৩৭.০০
সর্বমোট =	**৭৬৯.৫০**	৭৬৯.৫০	৭৬৯.০০	৭৬৯.০০

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ **নং**	কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১	জনাব ড. গোলাম মোঃ সামছুল কবীর সহকারী পরিচালক	পূর্ণকালীন অতিরিক্ত দায়িত্বে	২৪/০৬/১১- ৩০/০৬/১৪

১২। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে ১২/১০/২০১৪ তারিখে প্রকল্প দপ্তর, ১৪/১০/২০১৪তারিখ ঢাকা শহর, ২১/১০/২০১৪ তারিখে নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় বিভিন্ন মৎস্য বাজার এবং ২২/১০/২০১৪ তারিখ গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন মৎস্য বাজার সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিভিন্ন মৎস্য বাজারে ডিজিটাল কিট বক্স এর মাধ্যমে মাছের ফরমালিনের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার, মৎস্য বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, মৎস্য বিক্রেতা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করা হয়। এছাড়া এ প্রকল্পের ডকুমেন্টেশনসহ প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়ায় ফরমালিন অপব্যবহার বিষয়ক যেসকল বিজ্ঞাপন (টিভি ফিলার) তৈরী করা হয়েছে তা অবলোকন করা হয়।

পরিদর্শিত বাজার সমূহে ফরমালিনের উপস্থিতি সনাক্তকরণঃ

জেলার নাম	বাজারের নাম	ফরমালিন সনাক্তকরণের ফলাফল	মন্তব্য
ঢাকা	শান্তিনগর বাজার	বাজারগুলোতে বিভিন্ন মাছের নমূনা সংগ্রহ করে তা ফরমালিন কিটের সাহায্যে দোকানদার ও ক্রেতা সাধারণের উপস্থিতিতেই পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে শান্তিনগর বাজারে একটি দোকানে রূপচাঁদা মাছে এবং মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেটে একটি দোকানে রুই মাছে ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। অন্যান্য বাজারে পরীক্ষিত নমুনায় ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।	মাছের নমুনায় ফরমালিনের উপস্থিতি পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক।
	কচুক্ষেত বাজার		
	মিরপুর-১৩ নং বাজার		
	মোহাম্মদপুর টাউনহল বাজার		
	মোহাম্মদপুর কৃষি বাজার		
	শাহ্আলী বাজার		
	শেওড়াপাড়া বাজার		
নারায়নগঞ্জ	দিগুবাবুর বাজার	দিগুবাবুর বাজারে একটি কাঁচকি মাছের দোকানে বরফে ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। অন্যান্য বাজারে পরীক্ষিত নমুনায় ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।	
	ভুঁইঘর বাজার		
	সিদ্দিরগঞ্জ বাজার		
নরসিংদী	মাধবদী বাজার	বাজার সমূহে পরীক্ষিত নমুনায় ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।	
	ব্রাহ্মণদি নতুন বাজার		
	নরসিংদী মৎস্য আড়ৎ		
গাজীপুর	জয়দেবপুর বাজার	কাঁচকি মাছের একটি নমুনায় ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। অন্যন্য মাছের নমুনা পরীক্ষায় ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।	
মানিকগঞ্জ	বাসস্ট্যান্ড বাজার	বাজার সমূহে পরীক্ষিত নমুনায় ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।	
	পুরাতন বাজার		

চিত্র: আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে বাজার পরিদর্শন

১৩। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

১৩.১ জেলা পর্যায়ে ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিট বক্স সরবরাহঃ

মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০টি ফরমালিন শনাক্তকরণ অত্যাধুনিক ডিজিটাল কিট বক্স আমেরিকা থেকে আমদানি করা হয় যা সেন্সর পদ্ধতির মাধ্যমে অতি সহজেই যে কোন মাত্রায় ফরমালিন শনাক্ত করতে পারে এবং সহজে বহনযোগ্য। ইলেক্ট্রোকেমিকেল সেন্সর নিখুঁতভাবে এই কিটবক্স ০ হতে ৩৪ পিপিএম মাত্রা পর্যন্ত সহজেই ফরমালিন শনাক্ত করতে পারে, এর রেজুলেশন হচ্ছে ০.০১ পিপিএম এবং (-) ২০ সে: হতে (+) ৪০ সে: তাপমাত্রা পর্যন্ত ইহা কার্যকরী। প্রতি ১৫ সেকেন্ড পর পর ফরমালিনের মাত্রা মনিটরে দেখা যায়। প্রতিটি বিভাগ ও জেলায় ১টি করে ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল ও সেন্সর পদ্ধতির অত্যাধুনিক কিট বক্স সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত কিট বক্সের একটি তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

চিত্র : ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিটবক্স

১৩.২ মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তাঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে আমদানিকৃত অত্যাধুনিক ডিজিটাল কিটবক্সের মাধ্যমে ঢাকা শহরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন, র‍্যাব ও পুলিশ এর সহায়তায় বিভিন্ন মৎস্য বাজার, মৎস্য আড়ত, শপিং মলে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। এ প্রকল্পের সহায়তায় দেশব্যাপী জুন, ২০১৪ পর্যন্ত জেলা, উপজেলা এবং ঢাকাস্থ মৎস্য বাজার, মৎস্য আড়ত ও চেইন শপিং মলে ৮১৫৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৭.২২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে, ০৬ জনকে ০১ মাস করে জেল দেয়া হয়েছে এবং ৮.৮৬ মে: টন মাছ বিনষ্ট করা হয়েছে। তাছাড়াও, মৎস্য অধিদপ্তর ও জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। পরিদর্শনকালে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর বাজারে মাছ বিক্রেতা নিতাই এর কাচকি মাছে ফরমালিনের উপস্থিতি সনাক্ত হওয়ায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক ১০ কেজি মাছ বিনষ্ট এবং ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা জরিমানা করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-'খ' তে দেওয়া হলো।

১৩.৩ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠানঃ

ফরমালিনের অপব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার, মানবদেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব, ফরমালিনের অপব্যবহার সম্পর্কিত আইন সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণকে নিয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ঢাকা শহরসহ সারাদেশে ১০০০টি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, । তম্মধ্যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৯২৬টি এবং ঢাকা শহরে ৭৪টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫০,০০০ জন। অংশগ্রহণকারীগণ হচ্ছেন -মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, স্থানীয় মৎস্য বাজার বা মৎস্য আড়ত বা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি, মাছ প্যাকিং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ক্রেতা ও বিক্রেতা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ।

চিত্র : ফরমালিন অপব্যবহার রোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক সভায় মাছে ফরমালিন ব্যবহার করা হবে না মর্মে শপথ করা হচ্ছে (ফাইল ফটো)

১৩.৪ ফরমালিনের অপব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে এ প্রকল্পের অধীনে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, মৎস্যজীবী ও জেলেদের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। প্রশিক্ষণণের বিষয়গুললো হল, মাছে ফরমালিন শনাক্তকরণ, সংরক্ষণের জন্য মাছে ফরমালিন প্রয়োগের ক্ষতিকর প্রভাব, নিরাপদে মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি, মাছে ফরমালিন ব্যবহার না করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উপায় ইত্যাদি। এ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	প্রশিক্ষণের বিবরণী		
	মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার ও মৎস্যজীবি	মৎস্য বাজার / মৎস্য আড়ত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	মৎস্য অধিপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী
২০১১-১২	৪৮০ ব্যাচ,১২০০০ জন	৫৬ ব্যাচ, ১৪০০ জন	৬ ব্যাচ, ১৫০ জন
২০১২-১৩	৪৯০ ব্যাচ, ১২,২৫০ জন	৬২ ব্যাচ, ১৫৫০ জন	৮ ব্যাচ, ২২৫ জন
২০১৩-১৪	৫২৩ ব্যাচ, ১৩,০৭৫ জন	৬৮ ব্যাচ, ১৭০০ জন	৬ ব্যাচ, ১৫০ জন
মোট =	১,৪৯৩ ব্যাচ, ৩৭,৩২৫ জন	১৮৬ ব্যাচ, ৪,৬৫০ জন	২১ ব্যাচ, ৫২৫ জন

চিত্র : মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী উদ্বোধন অনুষ্ঠান (ফাইল ফটো)

চিত্র : মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্য আড়তদার এর প্রতিনিধিগণের প্রশিক্ষণ (ফাইল ফটো)

১৩.৫ জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনঃ

এ প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জেলা পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় জেলা প্রশাসন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ, মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবি, মৎস্য বাজার, মৎস্য আড়ত ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এর ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি, মাছ প্যাকিং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, ক্রেতা ও বিক্রেতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় ২টি এবং ৪১টি জেলায় ৬৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য অধিদপ্তর ও পরিকল্পনা কমিশন এর যৌথ উদ্যোগে ‘‘Indiscriminate Use of Chemicals on Fish and Fruits: What Can We Do About It?” শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

১৩.৬ ফরমালিনমুক্ত বাজার ঘোষণাঃ

মৎস্য অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, এফবিসিসিআই ও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এর সহযোগিতায় এ পর্যন্ত দেশের ৩১টি বাজারকে ফরমালিনমুক্ত ঘোষণা করা হয়। নারায়নগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, কালীগঞ্জ পৌরসভা এ কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব অর্থায়নে ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিটবক্স ক্রয় করে তা ব্যবহার করছে। ফরমালিনমুক্ত ঘোষিত বাজারের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বাজারের নাম	উপজেলা/জেলা	উদ্যোগী সংস্থা
১.	মালিবাগ বাজার	ঢাকা শহর	এফবিসিসিআই
২.	শান্তিনগর বাজার	ঢাকা শহর	এফবিসিসিআই
৩.	মহাখালী বাজার	ঢাকা শহর	এফবিসিসিআই
৪.	গুলশান-২ বাজার (গুলশান উত্তর কাঁচা বাজার)	ঢাকা শহর	এফবিসিসিআই
৫.	মোহাম্মদপুর বাজার	ঢাকা শহর	এফবিসিসিআই
৬.	কাপ্তান বাজার (ঠাটারী বাজার)	ঢাকা শহর	এফবিসিসিআই
৭.	হযরত শাহআলী বাজার (মিরপুর-১)	ঢাকা শহর	এফবিসিসিআই
৮.	কাওরান বাজার	ঢাকা শহর	এফবিসিসিআই
৯.	আজমপুর -উত্তরা বাজার (বিডিআর বাজার)	ঢাকা শহর	এফবিসিসিআই
১০.	বনলতা কাঁচা বাজার, নিউমার্কেট	ঢাকা শহর	এফবিসিসিআই
১১.	নরসিংদী বাজিতপুর মৎস্য আড়ৎ	নরসিংদী শহর	মৎস্য অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন
১২.	সময় মৎস্য বাজার	নরসিংদী শহর	মৎস্য অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন

১৩.	মাধবদী পৌর মৎস্য বাজার	সদর, নরসিংদী	মৎস্য অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন
১৪.	মদনপুর মৎস্য বাজার	বন্দর, নারায়নগঞ্জ	উপজেলা প্রশাসন/মৎস্য অধিদপ্তর
১৫.	কর্নফুলী মার্কেট	চট্রগ্রাম শহর	এফবিসিসিআই
১৬.	আগ্রাবাদ বাজার	চট্রগ্রাম শহর	এফবিসিসিআই
১৭.	কাজিরদেউরি বাজার	চট্রগ্রাম শহর	এফবিসিসিআই
১৮.	চকবাজার	চট্রগ্রাম শহর	রোটারী ক্লাব
১৯.	ভোলা শহর (পৌর এলাকা)	সদর, ভোলা	মৎস্য অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন
২০.	বাস স্ট্যান্ড বাজার	সদর, মানিকগঞ্জ	মৎস্য অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন
২১.	মানিকগঞ্জ বাজার	সদর, মানিকগঞ্জ	মৎস্য অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন
২২.	তরা ঘাট বাজার	সদর, মানিকগঞ্জ	মৎস্য অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন
২৩.	রংপুর সিটি বাজার	রংপুর সদর, রংপুর	এফবিসিসিআই/বাজার সমিতি
২৪.	লালমনিরহাট গোশালা বাজার	সদর, লালমনিরহাট	এফবিসিসিআই/বাজার সমিতি
২৫.	যাত্রাবাড়ী মৎস্য আড়ত	ঢাকা	মৎস্য অধিদপ্তর/মৎস্য আড়ত সমিতি

১৩.৭ ডকুমেন্টেশন ও প্রচারণাঃ

মাছে ফরমালিন অপব্যবহার রোধ এবং এ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ৮টি ভিডিও ফিল্ম ও ৮টি টিভি ফিলার তৈরী করা হয়েছে যা বিভিন্ন সরকার ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণের সংগে মতবিনিময় সভা করেন। ফরমালিনের অপব্যবহার বিষয়ক টক শো চ্যানেল আই এ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম (মোবাইল কোর্ট, সচেনতামূলক সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা) বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় প্রচারিত হয়। তাছাড়াও, সচেতনতামূলক বার্তা সম্বলিত লিফলেট, পোস্টার ও ফেস্টুন মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ ফরমালিন বিষয়ক সচেতনতামূলক লিফলেট ও ব্যানার

১৪। ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে নথি পত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়। প্রকল্পের আওতায় যে সকল সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে তার একটি তালিকা পরিশিষ্ট-'গ' তে দেওয়া হলো। প্রকল্পটির এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন কোন ইস্যু নেই। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত পাজেরো জিপটি (ঢাকা- মেট্রো-ঘ-১১-৩৬৩১) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরে ন্যাস্ত করা হয়েছে।

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবঃ

১৫.১ ফরমালিন এর মাত্রা শনাক্তকরণেঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০টি ফরমালিন শনাক্তকরণ অত্যাধুনিক ডিজিটাল কিট বক্স এর মাধ্যমে নির্ভুলভাবে মাছে ফরমালিনের মাত্রা নিরূপন করা সম্ভব হচ্ছে। মৎস্য অধিপ্তরের কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিটবক্স সংগ্রহ করে নিয়মিত ব্যবহার করছে।

১৫.২ মোবাইল কোর্ট পচিালনাঃ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমদানিকৃত ডিজিটাল কিটবক্সের মাধ্যমে ঢাকা শহরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন, র‍্যাব ও পুলিশ এর সহায়তায় বিভিন্ন মৎস্য বাজার, মৎস্য আড়ত, শপিং মলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা করছে এবং একই সাথে ফরমালিনমুক্ত মাছ ভোক্তাগণের প্রাপ্তির জন্য সহায়ক হয়েছে।

১৫.৩ জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তাঃ

ফরমালিনের অপব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার, মানবদেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব, ফরমালিনের অপব্যবহার সম্পর্কিত আইন ইত্যাদি সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডাগণকে নিয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫.৪ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে সহায়তা

জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে এ প্রকল্পের অধীনে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, মৎস্যজীবী ও জেলেদের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছে।

১৫.৫ প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

মাছে ফরমালিন অপব্যবহার রোধ এবং এ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা এবং লিফলেট, পোষ্টার, বুকলেট ও ফেস্টুন এর মাধ্যমে ফরমালিলের অপব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতামূলক বার্তা ব্যাপকভাবে প্রচার করায় ভোক্তা পর্যায়ে মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একদিকে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, ডকুমেন্টেশন ও প্রচারনা অন্যদিকে ফরমালিন কিটের সাহায্যে ফরমালিন সনাক্ত করে জেল-জরিমান প্রদান এবং সরকারের ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় ফরমালিন আমদানী ও ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপের ফলে মাছে ফরমালিনের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়। এ জাতীয় কার্যক্রম অব্যহত রাখা যেতে পারে।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
(ক) মাছে ফরমালিনের উপস্থিতি শনাক্তকরণ;	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। যা অনুচ্ছেদ-১৫ তে প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ হতে পাওয়া যায়।
(খ) ফরমালিনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতাসহ সর্বসাধারনকে সচেতন করা; এবং	
(গ) ফরমালিন সম্পর্কিত বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, মাছ বিক্রেতা, আড়ৎদার, মৎস্য বাজার/মৎস্য আড়ত ব্যবস্থাপনা কমিটি, মৎস্যজীবিদের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	

১৭। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে।

১৮। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৮.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ৮০টি ফরমালিন ডিটেকটর যন্ত্রের ফিল্টারের মেয়াদ অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৪, মেয়াদে শেষ হয়ে যাবে। ফলে ফিল্টার পরিবর্তন না করলে যন্ত্রগুলো ঠিকভাবে কাজ করবে না;

১৮.২ সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে একটি করে ফরমালিন ডিটেকশন কিট দেওয়া হলেও উপজেলা পর্যায়ে এ কিট না থাকায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর হতে কিট এনে ফরমালিনের উপস্থিতি সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। উপজেলা পর্যায়ে একটি করে কিট থাকলে মোবাইল কোর্ট ছাড়াও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সন্দেহজনক মাছের নমুনা পরীক্ষা করতে পারতেন;

১৮.৩ সামুদ্রিক মাছে প্রাকৃতিকভাবে ফরমালিন উৎপন্ন হওয়ায় সামুদ্রিক মাছ ফরমালিন ডিটেকশনের আওতার বাইরে রাখা হয়। ফলে এ সুযোগে সামুদ্রিক মাছে ফরমালিন প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে; এবং

১৮.৪ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য প্রকল্প হতে যে লজিস্টিক সুবিধা দেওয়া হতো প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় সে লজিস্টিক সুবিধার অভাবে ফরমালিন সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টের অভিযান কমে গেছে।

১৯। **সুপারিশঃ**

১৯.১ আমদানিকৃত ফরমালিন সনাক্তকরণ যন্ত্রের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, কেলিব্রেশন এবং ফিল্টার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১৮.১) ;

১৯.২ ফরমালিনের উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কিট বক্স সংগ্রহ /সরবরাহ করা প্রয়োজন (অনুঃ ১৮.২) ;

১৯.৩ মাছে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ফরমালিন এবং মাছের প্রজাতি ভেদে এর মাত্রা নিরূপনের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। মাছে ফরমালিন ব্যতীত অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতির বিষয়েও একটি গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে (অনুঃ ১৮.৩) ;

১৯.৪ অনেক ক্ষেত্রে বরফ কলে তৈরিকৃত বরফেও ফরমালিন মিশ্রণের অভিযোগ পাওয়া যায়। যা অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে দেখা যেতে পারে;

১৯.৫ প্রশিক্ষণের জন্য যে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছিল ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৩ এর আলোকে হালনাগাদ করা যেতে পারে; এবং

১৯.৬ ফরমালিনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ যেমনঃ ফলমূল, শাক-সব্জি, মাংস ইত্যাদিও এ ধরনের উদ্যোগের আওতায় আনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন হবে এবং এ জাতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট -**ক**

মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ''মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি'' শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় ক্রয়কৃত ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিটবক্স বরাদ্দের তালিকা

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার কার্যালয়	সংখ্যা
১.	মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর	১টি
২.	সচিব মহোদয়ের দপ্তর	১টি
৩.	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (একামত্ম শাখা)	১টি
৪.	পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	১টি
৫.	মৎস্য উপপরিচালক (মৎস্য চাষ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা	১টি
৬.	মৎস্য বিভাগীয় উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	১টি
৭.	মৎস্য বিভাগীয় উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিলস্না	১টি
৮.	মৎস্য বিভাগীয় উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	১টি
৯.	মৎস্য বিভাগীয় উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা	১টি
১০.	মৎস্য বিভাগীয় উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	১টি
১১.	মৎস্য বিভাগীয় উপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট	১টি
১২.	মৎস্য বিভাগীয় উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর।	১টি
১৩.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা	১টি
১৪.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ	১টি
১৫.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেত্রকোনা	১টি
১৬.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ	১টি
১৭.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুন্সিগঞ্জ	১টি
১৮.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর	১টি
১৯.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নরসিংদী	১টি
২০.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নারায়নগঞ্জ	১টি
২১.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	১টি
২২.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজবাড়ী	১টি
২৩.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারীপুর	১টি
২৪.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ	১টি
২৫.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শরীয়তপুর	১টি
২৬.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	১টি
২৭.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালপুর	১টি
২৮.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	১টি
২৯.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল	১টি
৩০.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খুলনা	১টি
৩১.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা	১টি
৩২.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগেরহাট	১টি
৩৩.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, যশোর	১টি

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার কার্যালয়	সংখ্যা
৩৪.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিনাইদহ	১টি
৩৫.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নড়াইল	১টি
৩৬.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাগুরা	১টি
৩৭.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া	১টি
৩৮.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেহেরপুর	১টি
৩৯.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চুয়াডাংগা	১টি
৪০.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী	১টি
৪১.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোর	১টি
৪২.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নওগাঁ	১টি
৪৩.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১টি
৪৪.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা	১টি
৪৫.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ	১টি
৪৬.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জয়পুরহাট	১টি
৪৭.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বগুড়া	১টি
৪৮.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রংপুর	১টি
৪৯.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম	১টি
৫০.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নীলফামারী	১টি
৫১.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও	১টি
৫২.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিনাজপুর	১টি
৫৩.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালমনিরহাট	১টি
৫৪.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাইবান্ধা	১টি
৫৫.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পঞ্চগড়	১টি
৫৬.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম	১টি
৫৭.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার	১টি
৫৮.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেনী	১টি
৫৯.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁদপুর	১টি
৬০.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১টি
৬১.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমিলস্না	১টি
৬২.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাঙামাটি	১টি
৬৩.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বান্দরবান	১টি
৬৪.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি	১টি
৬৫.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লক্ষীপুর	১টি
৬৬.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নোয়াখালী	১টি
৬৭.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিলেট	১টি
৬৮.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ	১টি
৬৯.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ	১টি
৭০.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার	১টি

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার কার্যালয়	সংখ্যা
৭১.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরিশাল	১টি
৭২.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলা	১টি
৭৩.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝালকাঠি	১টি
৭৪.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরগুনা	১টি
৭৫.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটুয়াখালী	১টি
৭৬.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পিরোজপুর	১টি
৭৭.	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টেকনাফ, কক্সবাজার	১টি
৭৮.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শার্শা, যশোর	১টি
৭৯.	প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা	২টি
	মোট =	৮০টি

মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতায় ডিজিটাল কিটবক্স দ্বারা পরিচালিত মোবাইল কোর্ট (জুন, ২০১২ - জুন, ২০১৪) এর প্রতিবেদন

জেলার নাম	মোবাইল কোর্ট এর সংখ্যা	গৃহীত ব্যবস্থা
ঢাকা বিভাগঃ		
ঢাকা মহনগর	১৯১	৪৭,৭৮,৫০০/- জরিমানা, ১,২৯৭ কেজি মাছ বিনষ্ট এবং ০৫ জনকে এক মাসের জেল দেয়া হয়েছে
ঢাকা	১৪৮	১৪,৩০০/- জরিমানা, ২৫০ কেজি মাছ বিনষ্ট
মানিকগঞ্জ	১২৩	২০,০০০/- জরিমানা, ৩৮ কেজি মাছ বিনষ্ট, ০১ মাসের জেল দেয়া হয়েছে
মুন্সিগঞ্জ	১২০	৩৫,০০০/- জরিমানা, ৩৯০ কেজি মাছ বিনষ্ট
গাজীপুর	১২৪	৩৮,০০০/- জরিমানা, ২২৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
নরসিংদী	১১৮	৬,০০০/- জরিমানা, ৬০ কেজি মাছ বিনষ্ট ০১ জনকে এক মাসের জেল
নারায়ণগঞ্জ	১১৩	১,৭৯,৫০০/- জরিমানা, ৩১৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
ফরিদপুর	১২৮	১৫,৫০০/- জরিমানা, ২০ কেজি মাছ বিনষ্ট
রাজবাড়ী	১০৩	১০,০০০/- জরিমানা, ৩০ কেজি মাছ বিনষ্ট
মাদারীপুর	৯৫	৩১,০০০/- জরিমানা, ১৭২ কেজি মাছ বিনষ্ট
গোপালগঞ্জ	১৩৪	৪১,০০০/- জরিমানা, ৮১ কেজি মাছ বিনষ্ট
শরীয়তপুর	১১১	৩,০০০/- টাকা জরিমানা, ৪৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
ময়মনসিংহ	১৩৩	৬,০০০/ টাকা জরিমানা, ৮৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
কিশোরগঞ্জ	১৪৭	২৫,০০০/- টাকা জরিমানা, ৩৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
নেত্রকোনা	১৫২	২৩,০০০/- জরিমানা, ১১০ কেজি মাছ বিনষ্ট
জামালপুর	১৪৯	৫,০০০/- জরিমানা, ২৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
শেরপুর	১১৯	৬,০০০/- জরিমানা, ৬৩ কেজি মাছ বিনষ্ট
টাঙ্গাইল	১১৯	২০,২০০/- জরিমানা, ১৩২ কেজি মাছ বিনষ্ট
মোট =	**২,৩২৭**	**৫২,৫৭,৭০০/ টাকা জরিমানা; ৩,৩৫৫ কেজি মাছ বিনষ্ট, ০৬ জনকে ০১ মাসের জেল**
রাজশাহী বিভাগ :		
রাজশাহী	১৩২	২,০০০/- জরিমানা, ৩৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
নাটোর	১৩০	৩,০০০/- জরিমানা, ৪০ কেজি মাছ বিনষ্ট
নওগাঁ	১৩৪	২,৫০০/- জরিমানা, ৩৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১২১	২,০০০/- জরিমানা, ২৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
পাবনা	১২৭	২,৫০০/- জরিমানা, ৩৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
সিরাজগঞ্জ	১৩১	৩,০০০/- জরিমানা, ৪৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
বগুড়া	১২৯	৬,০০০/- জরিমানা, ৩০ কেজি মাছ বিনষ্ট
জয়পুরহাট	১২২	৩,০০০ টাকা জরিমানা, ২০ কেজি মাছ বিনষ্ট
মোট =	**১,০২৬**	**২৪,০০০/- জরিমানা, ২৬৫ কেজি মাছ বিনষ্ট**

জেলার নাম	মোবাইল কোর্ট এর সংখ্যা	গৃহীত ব্যবস্থা
খুলনা বিভাগ		
খুলনা	১৪১	৪,০০০/- জরিমানা, ৩৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
সাতক্ষীরা	১৩৪	৩,০০০/- জরিমানা, ৩০ কেজি মাছ বিনষ্ট
বাগেরহাট	১৩৬	৫,০০০/- জরিমানা, ২৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
যশোর	১৩৮	৪,০০০/- জরিমানা, ৩৩ কেজি মাছ বিনষ্ট
ঝিনাইদহ	১৩৩	১০,০০০/- জরিমানা, ১০০ কেজি মাছ বিনষ্ট
নড়াইল	১১৯	১,০০০/ টাকা জরিমানা, ২০ কেজি মাছ বিনষ্ট
মাগুরা	১২৪	১,৫০০/- টাকা জরিমানা, ১০ কেজি মাছ বিনষ্ট
কুষ্টিয়া	১২২	১,৫০০/ টাকা জরিমানা, ২০ কেজি মাছ বিনষ্ট
মেহেরপুর	১১১	১,০০০/ টাকা জরিমানা, ২০ কেজি মাছ বিনষ্ট
চুয়াডাঙ্গা	১১৮	১১,০০০/- জরিমানা, ৫০ কেজি মাছ বিনষ্ট
মোট =	**১,২৭৬**	**জরিমানা - ৩৯,০০০ টাকা, মাছ বিনষ্ট - ৩০৮ কেজি**
বরিশাল বিভাগঃ		
বরিশাল	১৪৫	৩,০০০/- জরিমানা, ৩৫ কেজি বিনষ্ট
ভোলা	১৪৮	৪,০০০/- জরিমানা, ৪৫ কেজি বিনষ্ট
বরগুনা	১৩৯	৭,০০০/- জরিমানা, ৩৫ কেজি বিনষ্ট
পটুয়াখালী	১৩৮	৬,০০০/-, ৩০ কেজি মাছ বিনষ্ট
ঝালকাঠি	১৩৭	৩.০০০/- টাকা জরিমান, ৪০ কেজি মাছ বিনষ্ট
পিরোজপুর	১৪৪	২০,০০০/- জরিমানা, ৩০ কেজি মাছ বিনষ্ট
মোট =	**৮৫১**	**৪৩,০০০/- জরিমানা, ২১৫ কেজি মাছ বিনষ্ট**
রংপুর বিভাগঃ		
রংপুর	১১২	৪,০০০/- জরিমানা, ৬১ কেজি মাছ বিনষ্ট
কুড়িগ্রাম	১০৩	৭৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
নীলফামারী	১০১	২২ কেজি মাছ বিনষ্ট
ঠাকুরগাঁও	৯৮	-
দিনাজপুর	১০৬	-
লালমনিরহাট	১০৫	২৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
গাইবান্ধা	১০২	১০,০০০/ টাকা জরিমানা, ৩০ কেজি মাছ বিনষ্ট
পঞ্চগড়	৯৭	-
মোট =	**৮২৪**	**১৪,০০০/- জরিমানা, ২১৩ কেজি মাছ বিনষ্ট**
সিলেট বিভাগঃ		
সিলেট	১৩৪	৬৪,০০০/- জরিমানা, ৫৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
সুনামগঞ্জ	১১৭	-
মৌলভীবাজার	১১১	২,৫০০/- জরিমানা, ৩০ কেজি মাছ বিনষ্ট
হবিগঞ্জ	১২৩	-

জেলার নাম	মোবাইল কোর্ট এর সংখ্যা	গৃহীত ব্যবস্থা
মোট =	**৪৮৫**	**৬৬,৫০০/- জরিমানা, ৮৫ কেজি মাছ বিনষ্ট**
চট্রগ্রাম বিভাগঃ		
চট্রগ্রাম	১৩১	২১,০০০/- জরিমানা, ২,৮০০ কেজি মাছ বিনষ্ট
কক্সবাজার	১২৯	-
ফেনী	১১৮	৩১,৫০০/- জরিমানা, ৩০০ কেজি মাছ বিনষ্ট
চাঁদপুর	১২৩	৪,০০০/- জরিমানা, ৪৯ কেজি মাছ বিনষ্ট
বি-বাড়ীয়া	১২৪	--
কুমিলস্না	১৩৬	২২,৫০০/- জরিমানা, ৫৪৮ কেজি মাছ বিনষ্ট
নোয়াখালী	১২৭	৪৪,৫০০/- জরিমানা, ৯০ কেজি মাছ বিনষ্ট
লক্ষ্মীপুর	১১৩	--
রাঙামাটি	১২১	২৫,৫০০/- জরিমানা, ৫৪৫ কেজি মাছ বিনষ্ট
বান্দরবন	১১৩	৫,০০০/ জরিমানা, ৩৪ কেজি মাছ বিনষ্ট
খাগড়াছড়ি	১৩২	১,৩৪,২৫০/- টাকা জরিমানা, ১৪০ কেজি মাছ বিনষ্ট
মোট =	**১,৩৬৭**	**২,৭৮,২৫০/ জরিমানা, ৪,১০৬ কেজি মাছ বিণষ্ট**
সর্বমোট =	**৮,১৫৬**	**৫৭,২২,৪৫০/ টাকা জরিমানা; ৮,৮৬৭ কেজি মাছ বিনষ্ট, ০৬ জনকে ০১ মাসের জেল**

পরিশিষ্ট -গ

মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালের বিবরণী

ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য	অবস্থান	মন্তব্য
১.	ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিটবক্স	৮০ টি	১,২৩,৬০৩/৮৩	৯৮,৮৮,৩০৭/-	কপি সংযুক্ত	ব্যবহার যোগ্য
২.	ল্যাপটপ	০১ টি	৬৮,৫০০/-	৬৮,৫০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
৩.	ডেস্কটপ কম্পিউটার	০১ টি	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
৪.	এয়ার কন্ডিশনার মেশিন	০১ টি	৫৯,৮০০/-	৫৯,৮০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
৫.	ফ্যাক্স মেশিন	০১ টি	২৫,০০০/-	২৫,০০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
৬.	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	০১ টি	৩৩,৮৫০/-	৩৩,৮৫০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
৭.	কম্পিউটার টেবিল	০১ টি	১৩,৯০০/-	১৩,৯০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
০৮.	সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	০১ টি	২০,২৫০/-	২০,২৫০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
০৯.	ফিক্সড চেয়ার	০৩ টি	৬,৮০০/-	২০,৪০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
১০.	কম্পিউটার চেয়ার	০১ টি	৯,৩৫০/-	৯,৩৫০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
১১.	ষ্টীলের আলমিরা	০১ টি	৩০,৬০০/-	৩০,৬০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
১২.	ফাইল ক্যাবিনেট	০২ টি	২০,৫৫০/-	৪১,১০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
১৩.	সাইড র‍্যাক	০১ টি	১১,৬৫০/-	১১,৬৫০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
১৪.	ফটোকপিয়ার টেবিল	০১ টি	৯,৫০০/-	৯,৫০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
১৫.	টেবিল	০১ টি	২৭০০/-	২৭০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
১৬.	বুক সেল্ফ	০১ টি	৯,৬০০/-	৯,৬০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
১৭.	ভিজিটর চেয়ার	০২ টি	৫৪০০/-	১০,৮০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
১৮.	ষ্টিলের ফাইল কেবিনেট	০১ টি	২৪,৪০০/-	২৪,৪০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য

ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য	অবস্থান	মন্তব্য
১৯.	সাকুরা চেয়ার	০১ টি	৩,৭৫০/-	৩,৭৫০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
২০.	রিভলবিং চেয়ার	০১ টি	১২,০০০/-	১২,০০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
২১.	হাতাওয়ালা চেয়ার	০৩ টি	৪,৩০০/-	১২,৯০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
২২.	বুক সেল্ফ	০১ টি	২৪,৯০০/-	২৪,৯০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
২৩.	রিভলবিং চেয়ার	০১ টি	১৩,২৭০/-	১৩,২৭০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
২৪.	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	০১ টি	২৪,৮০০/-	২৪,৮০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
২৫.	সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	০১ টি	২৪,৫০০/-	২৪,৫০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
২৬.	ভিজিটরস্ চেয়ার হাতাসহ	০৪ টি	৬,২০০/-	৬,২০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
২৭.	ষ্টিলের আলমিরা	০১ টি	২৫,০০০/-	২৫,০০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
২৮.	ষ্টীলের ফাইল কেবিনেট	০১ টি	২৮,৯০০/-	২৮,৯০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
২৯.	কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার	০১ সেট	১৫,০০০/-	১৫,০০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
৩০.	ষ্টীলের ভিজিটরস্ চেয়ার	০২ টি	৫,০০০/-	১০,০০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
৩১.	বুক সেল্ফ	০১ টি	২৪,৬০০/-	২৪,৬০০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
৩২.	ষ্টীলের ফাইল কেবিনেট	০১ টি	২৪,০০০/-	২৪,০০০/-	বাস্তবায়ন শাখায় ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
৩৩.	ছোট টুল	০১ টি	১৫৫০/-	১৫৫০/-	প্রকল্প দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	ব্যবহার যোগ্য
৩৪.	পাজেরো জীপ	০১টি	৫২,৮০,০০০/-	৫২,৮০,০০০/-	জমা দেওয়া হয়েছে	ব্যবহার যোগ্য

‘‘বৃহত্তর পাবনা মৎস্য উন্নয়ন’’ প্রকল্পের
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। **প্রকল্পের অবস্থান** : পাবনা জেলার ক) পাবনা সদর, খ) ঈশ্বরদী, গ) সাঁথিয়া, ঘ) বেড়া, ঙ) আটঘরিয়া, চ) সুজানগর, ছ) চাটমোহর, জ) ভাংগুরা ও ঝ) ফরিদপুর উপজেলা; এবং

সিরাজগঞ্জ জেলার ক) সিরাজগঞ্জ সদর, খ) উল্লাপাড়া, গ) তাড়াশ, ঘ) বেলকুচি, ঙ) রায়গঞ্জ, চ) কাজিপুর, ছ) কামারখন্দ, জ) শাহজাদপুর ঝ) চৌহালী উপজেলা।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১১১.৯৪	১২২৩.০০	১২২২.৩৬	জানু, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জানু, ২০০৯ হতে জুন,২০১৪	জানু, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	১১০.৪২ (১০%)	৬মাস (১০%)

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ সংযোজনী “ক”**

৭। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পরীক্ষা, সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্যে ও মূল কার্যক্রমঃ**

৮.১ **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

বৃহত্তর পাবনা (পাবনা ও সিরাজগঞ্জ) এক সময় উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য (Capture Fisheries) সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। দেশের দুই বড় নদী পদ্মা ও যমুনা এ দুই জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত । এখানকার জনগণ প্রতি বছরই বন্যায় আক্রান্ত হয়ে দুর্দশায় পতিত হতো। এ বন্যার ছোবল থেকে বাঁচার জন্য পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত বহু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে । এ বাঁধ তৈরির কারণে বৃহত্তর পাবনার জলাশয়গুলোতে মাছের অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্থ হয়ে দিন-দিন এ অঞ্চলে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছিল। জলাশয়গুলোর জীববৈচিত্র পুনরুদ্ধার, এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **উদ্দেশ্যঃ**

(ক) বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি;

(খ) অভয়াশ্রম স্থাপন, বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির ব্রুডমাছ ও পোনামাছ মজুদ এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জীববৈচিত্র রক্ষা ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি;

(গ) জেলার নির্বচিত জলাশয় সমুহে ক্ষুদ্র অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন করা;

(ঘ) মৎস্য কার্যক্রম বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; এবং

(ঙ) মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী ও সর্বসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যথাযথভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন কার্যকর করা।

৮.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবি, মৎস্য উদ্যেক্তা এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (খ) কর্মশালা (গ) বিকল্প আয় বর্ধক কর্মকান্ড (ঘ) মাছের পোনা ও ব্রুড মাছ মজুত (ঙ) অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর (চ) সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার মেরামত ও সংস্কার (ছ) জেলা মৎস্য দপ্তর পাবনা এর ৩য় তলা নির্মাণ ও গ্যারেজ নির্মাণ (জ) খাল, বিল, নালা, মরানদী ও খাস পুকুর উন্নয়ন (ঝ) ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার নির্মাণ (ঞ) বক্স ও পাইপ কালভার্ট নির্মাণ (ত) বিল নার্সারী পুকুর খনন (থ) স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন (দ) বিল অথবা প্লাবন ভূমিতে মাটির বাঁধ নির্মাণ এবং (ধ) মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ৩১/১২/২০০৮ তারিখে ১১১১.৯৪ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৯ হতে ডিসেম্বর,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বেতন-ভাতা খাতে, খাল-বিল-মরানদী পুনঃখনন খাতে, যানবাহন ও মৎস্য খামার মেরামত খাতে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় দাড়ায় ১২২৩.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১৪ পর্যন্ত ।

১০। ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০০৮-২০০৯	১৬.৯৮	১৬.৯৮	১৬.৯৮	১৬.৯৮
২০০৯-২০১০	৩৩৪.৭৯	৩৩৪.৭৯	৩৩৪.৭৯	৩৩৪.৭৯
২০১০-২০১১	২৪৯.০৬	২৪৯.০৬	২৪৯.০৬	২৪৯.০৬
২০১১-২০১২	২৮১.৫৬	২৮১.৫৬	২৮১.৫৬	২৮১.৫৬
২০১২-২০১৩	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০
২০১৩-২০১৪	১৯০.৬১	১৯০.৬১	১৯০.৬১	১৮৯.৯৭
সর্বমোট =	**১২২৩.০০**	**১২২৩.০০**	**১২২৩.০০**	**১২২২.৩৬**

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

নাম ও পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল	কর্মকাল
১	২	৫	৬
মোঃ মনিরুজ্জামান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা	অতিঃ দায়িত্ব	২৪/০২/২০০৯- ২৮/০৯/২০১০	১ বছর ৭মাস
মোঃ আব্দুল হান্নান,সহকারী পরিচালক , বৃহত্তর পাবনা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	অতিঃ দায়িত্ব	২৮/০৯/২০১০- ১১/০৪/২০১১	৭ মাস
মোহাঃ ওবাইদুল্লাহ্ প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর পাবনা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	পূর্ণ দায়িত্ব	১১/০৪/২০১১- ২৭/০৭/২০১৩	২ বছর ৩ মাস
সুভাষ চন্দ্র সাহা, প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর পাবনা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	পূর্ণ দায়িত্ব	২৮/০৭/২০১৩- ০৮/০৫/২০১৪	১০ মাস
মোঃ আব্দুল জলিল মিয়া, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা	অতিঃ দায়িত্ব	০৮/০৫/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৪	১.৫ মাস

১২. প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটি ২৮/০৪/২০১৫ তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব দেবোত্তম সান্যাল কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন।

১৩. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

১৩.১ খাল, বিল, নালা, মরানদী ও খাস পুকুর উন্নয়নঃ

বর্তমানে প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। খননের মাধ্যমে পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ৫.১৩ লক্ষ ঘ.মি. মাটি খননের সংস্থান ছিল। প্রকল্প কালীন সময়ে মোট ২৯২.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫.১৩ লক্ষ ঘ.মি. মাটি খনন করে ৩৬ টি জলাশয় পুনঃখনন করা হয়েছে। জেলা মৎস্য দপ্তর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ কর্তৃক এলসিএস (Labor Contracting Society) গঠণের মাধ্যমে এ খনন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ছে। খননকৃত জলাশয়গুলোর তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

ক্র: নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	জলাশয়ের নাম ও আয়তন	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
০১.	পাবনা	ফরিদপুর	সাভার খাগড়বাড়ীয়া (পার্ট-১) পূনঃখনন	৭.৪৬৬২৫
০২.	পাবনা	ফরিদপুর	সাভার খাগড়বাড়ীয়া (পার্ট-২) পূনঃখনন	৮.৯৯৫
০৩.	পাবনা	আটঘরিয়া	কমলা নদী (পার্ট-১) পূনঃখনন	৯.৯৯৫
০৪.	পাবনা	আটঘরিয়া	কমলা নদী (পার্ট-২) পূনঃখনন	৯.৮৫
০৫.	পাবনা	চাটমোহর	রুথলী ডাঙ্গা ড্যাঙ্গার বিল (পার্ট-১) পূনঃখনন	৯.৯৩৫
০৬.	পাবনা	চাটমোহর	রুথলী ডাঙ্গা ড্যাঙ্গার বিল (পার্ট-২)পূনঃখনন	৯.৯৮
০৭.	পাবনা	সাঁথিয়া	সেচানিয়া খাল (পার্ট-১)পূনঃখনন	৮.৭৩৪
০৮.	পাবনা	সাঁথিয়া	সেচানিয়া খাল(পার্ট-২)পূনঃখনন	৭.৩৯৬৫

ক্র: নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	জলাশয়ের নাম ও আয়তন	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
০৯.	পাবনা	ভাংগুড়া	বড়াল নদী পুনঃখনন (জগাতলা অংশ)	৯.৭৮৫
১০.	পাবনা	আটঘরিয়া	কমলা নদী পুনঃখনন (অংশ-৩)	৯.১৫৩
১১.	পাবনা	আটঘরিয়া	কমলানদীর পুনঃখনন (অংশ-৪)	৭.৯০
১২.	পাবনা	আটঘরিয়া	কমলা নদী পুনঃ খনন প্রকল্প (৫ম অংশ)	৮.৭০৮৫
১৩.	পাবনা	চাটমোহর	রত্নাই মরানদী পুনঃখনন (১ময় অংশ)।	৬.৩৭৫৯৮
১৪.	পাবনা	সাঁথিয়া	ছেচানিয়া খাল পুনঃখনন (৩য় অংশ)।	৬.২১৫২৬
১৫.	পাবনা	ভাংগুড়া	বড়াল নদী পুনঃখনন (২য় অংশ)।	৪.৫০১০৯
১৬.	পাবনা	ভাংগুড়া	বিল রুহুল জলকর পুনঃখনন	৯.০০
১৭.	পাবনা	চাটমোহর	দিলালপুর চিরু সরদারের বাড়ী হতে রফাতুল্লা বাড়ী পর্যন্ত রত্নাই নদী পুনঃখনন (২য় অংশ)।	৫.০৭১৯৩
১৮.	পাবনা	আটঘরিয়া	কমলানদীর পুনঃখনন (অংশ-৬)	৮.৫৬
১৯.	পাবনা	চাটমোহর	রুথলী ডাঙ্গা ড্যাঙ্গার বিল (পার্ট-৩) পূনঃখনন	৯.৫০
পাবনা জেলায় মোট জলাশয় ১৯ টি				**১৫৭.১২২৫১**
২০.	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	দই ভাঙ্গা খাল পুনঃ খনন	৭.২১৫
২১.	সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ	ধুলিশ্বর খাড়িয়াল পুনঃ খনন	১৭.৪৯৪
২২.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	রুকনাই সন্ধাবিল পুনঃখনন(পার্ট-১) রুকনাই সন্ধাবিল	৭.৪৮৫
২৩.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	রুকনাই সন্ধাবিল পুনঃখনন (পার্ট-২) রুকনাই সন্ধাবিল	৮.০০
২৪.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	রুকনাই সন্ধাবিল পুনঃখনন বিল (পার্ট-৩) পুনঃখনন	৮.৯৫
২৫.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	রুকনাই সন্ধাবিল পুনঃখনন বিল (পার্ট -৪) পুনঃখনন	৮.০০
২৬.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	মোস্তফা আকন্দের জমি হতে ত্রিমোহনী হাবিব সৃতি সৌধ সংলগ্ন ব্রীজ পর্যন্ত বরোপিট পুনঃখনন	১০.০০
২৭.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	ত্রিমোহনী হাবিব সৃতি সৌধ সংলগ্ন ব্রীজ হতে জমিহর মোল্লার জমি পর্যন্ত বরোপিট পুনঃখনন	৮.২৬২
২৮.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	কামার পাড়া বটতলা হতে আর্দশ আলীর বরোপিট ১ম অংশ পুনঃ খনন	৫.৬৪
২৯.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	আর্দশ আলীর বরোপিটের ১ম হতে সাত্তারের বাড়ী পর্যন্ত বরোপিট পুনঃ খনন	৬.১২
৩০.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	আর্দশ আলীর বাড়ী হতে মেঘুল্লা মাদরাসা গেট পর্যন্ত বরোপিট পুনঃ খনন	৭.৪৫
৩১.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	জামতৈল ওয়াবদার স্লুইস গেট হতে শুকুর আলীর বাড়ী পর্যন্ত বরোপিট পুনঃ খনন	৮.১১৭
৩২.	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	নুরুল ইসলামের দোকান হতে আব্দুল হাকিমের বাড়ী পর্যন্ত বরোপিট পুনঃ খনন	৪.৭৮
৩৩.	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	ওমরপুর খাস পুকুর পুনঃ খনন	১০.০০
৩৪.	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	পশ্চিম কোদালিয়া দাখিল মাদরাসার পুকুর পুনঃ খনন	১.৪৬৮

ক্র: নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	জলাশয়ের নাম ও আয়তন	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
৩৫.	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	কৃষ্ণপুর গোবিন্দপুর জলাশয় পুনঃখনন	১০.০০
৩৬.	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপড়া	স্বরস্বতী মরানদী পুনঃ খনন	৬.৬৭৬৪৯
সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট জলাশয় ১৬ টি				**১৩৫.৬৫৭৪৯**
সর্বমোট=				**২৯২.৭৮**

চিত্রঃ কৃষ্ণগোবিন্দপুর জলায়শয় পুনঃখনন

চিত্রঃ কমলানদীর পুনঃখনন

১৩.২ বিল নার্সারী পুকুর খননঃ

পাবনা জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কারণে বিলগুলোর পদ্মা যমুনার সাথে কোন সংযোগ না থাকায় বিলে কোন নদীর পোনা ঢুকতে পারত না। ফলে বিলে মাছের উৎপাদন ব্যহত হতো । এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিলের সুবিধাজনক জায়গায় মোট ৪২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১টি নার্সারী পুকুর খনন করে ২৩০ কেজি রেণু অবমুক্ত করা হয়েছে। নার্সারী পুকুরগুলো তৈরীর সময় এমনভাবে পাড় বাঁধা হয়েছে যাতে বর্ষার সময় পাড় ডুবে গিয়ে পোনা সারা বিলে ছড়িয়ে যায়। এ পর্যন্ত স্থাপিত বিল নার্সারির তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্র: নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	বিল নার্সারী সংখ্যা	স্থানের নাম	ব্যয়িত অর্থ
০১.	পাবনা	সদর	১টি	সাদুল্লাপুর কোল	৪.০৫
০২.	পাবনা	ফরিদপুর	১টি	সাভার খাগড়বাড়ীয়া	৩.৯৬
০৩.	পাবনা	ফরিদপুর	১টি	সাভার খাগড়বাড়ীয়া	৩.৯৬
০৪.	পাবনা	চাটমোহর	১টি	রুথনীডেঙ্গা ডেঙ্গার বিল	৪.০২
০৫.	পাবনা	সুজানগর	১টি	চকপাট্টা বিল	৪.০২
০৬.	পাবনা	ভংগুড়া	১টি	বিল রুহুল	৩.৮০
০৭.	পাবনা	ভংগুড়া	১টি	বিল রুহুল	৩.৮০
০৮.	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	১টি	কাচিহারা বিল	৪.০৬
০৯.	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	১টি	চরশালিকা কানা বিল	৪.০২
১০.	সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ	১টি	ধূলিশ্বর খাড়িখাল	৩.০১
১১.	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	১টি	দোস্তপাড়া	৩.৮০
		মোট =	১১টি		৪২.৫০

১৩.৩ স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনঃ

প্রকল্পে বিল, নদী অথবা অন্য কোন নিয়ন্ত্রিত গভীর অংশে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করার সংস্থান ছিল। প্রকল্পে সর্বমোট ২০টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ কাজে মোট ব্যয় হয় ১৩৮.০৪ লক্ষ টাকা। স্থাপিত অভয়াশ্রমগুলিতে বিপন্ন প্রজাতির চিতল, শিং, মাগুর, কালিবাউসসহ ৬.৬৯ মে.টন ব্রুডমাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে-মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র রক্ষা, প্রাকৃতিক জলাশয়ে মা মাছ তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি, প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজাতির প্রজনন ক্ষেত্র তৈরী এবং

ক্যাপচার ফিশারীর (Capture Fisheries) উৎপাদন বাড়ানো । স্থায়ী অভয়াশ্রম নির্মাণে গাছের ডাল, বাঁশ, পাইপ, সিমেন্টের পাইপ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে স্থানীয় ম্যানেজমেন্ট কমিটি (LMC-Local Management Committee) ও মৎস্য অধিদপ্তর।

প্রতিষ্ঠিত অভয়াশ্রমগুলির তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	জেলার নাম	উপজেলার নাম	জলাশয়ের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
১.	পাবনা	পাবনা সদর	সাদুল্লাপুর কোল	০১	৬.১৭৫
২.	পাবনা	পাবনা সদর	খাসচর ধোপরাকোল	০১	৬.১৭৫
৩.	পাবনা	ঈশ্বরদী	পদ্মানদীর কোল (সাঁড়া ব্লকঘাট)	০১	৬.১৭৫
৪.	পাবনা	ফরিদপুর	গোহালানদী	০১	৬.১৭৫
৫.	পাবনা	ফরিদপুর	চিকনাই নদী	০১	৮.৩০
৬.	পাবনা	ভাংগুড়া	বিল রুহুল	০১	৭.৩৪১
৭.	পাবনা	ভাংগুড়া	বড়াল নদী (জগাতলা অংশ)	০১	১০.১৫৪
৮.	পাবনা	সাঁথিয়া	ইছামতি নদী (সাঁথিয়া ব্রীজ সংলগ্ন)	০১	৬.১৭৫
৯.	পাবনা	সাঁথিয়া	সোনাই বিল	০১	৭.৮৯
১০.	পাবনা	সাঁথিয়া	ইছামতি নদী (নূরদহ অংশ)	০১	৭.৮৯
১১.	পাবনা	সাঁথিয়া	ইছামতি নদী (সেচানিয়া বাজার সংলগ্ন)	০১	৮.৩০
১২.	পাবনা	চাটমোহর	রুথলী ডেঙ্গা ডাঙ্গার বিল	০১	৬.১৭৫
১৩.	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	সয়দাবাদ কোল	০১	৬.১৭৫
১৪.	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	ইছামতি মরানদী	০১	৬.১৭৫
১৫.	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	গোহালা নদী	০১	৭.৮৯
১৬.	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	করতোয়া নদী (মাজার সংলগ্ন)	০১	৬.১৭৫
১৭.	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	করতোয়া নদী (নরিনাঘাট)	০১	৬.১৭৫
১৮.	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	করতোয়া নদী (তালগাছিঘাট)	০১	৬.১৭৫
১৯.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	রুকনাই সন্ধ্যা বিল	০১	৬.১৭৫
২০.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	সরাতৈল বিল	০১	৬.১৭৫
			মোট =	২০ টি	১৩৮.০৪

চিত্রঃ ইছামতি মরানদীতে অভয়াশ্রম

চিত্রঃ সয়দাবাদ কোলে অভয়াশ্রম

১৩.৪ বিল অথবা প্লাবন ভূমিতে মাটির বাঁধ নির্মাণঃ

জলাশয়ের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে জলাশয় মাছ উৎপাদনের আওতায় আনার জন্য প্রকল্পভূক্ত এলাকায় মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। মাটির বাঁধ নির্মাণের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

ক্র: নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	জলাশয়ের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	পাবনা	পাবনা সদর	খাসচর ধোবড়াকোল	০১	১১.২৬
২.	পাবনা	বেড়া	জগন্নাথপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের খাল	০১	১১.৩৫৫
৩.	পাবনা	ফরিদপুর	কর্ণসোনা বিল পাড়ে বাঁধ নির্মাণ	০১	৭.১২৫
মোট =				০৩ টি	২৯.৭৪

১৩.৫ ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার নির্মাণঃ

মাছের গুনাগুন ঠিক রেখে বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেমোট ৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ০৯টি ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ ও সভা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নির্মিত ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারগুলোর তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হল:

ক্র: নং	**জেলার নাম**	**উপজেলার নাম**	**বিল নার্সারী সংখ্যা**	**স্থানের নাম**	**ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)**
০১.	পাবনা	সদর	০১ টি	দোগাছী হাট	৩.৯৯
০২.	পাবনা	ঈশ্বরদী	০১ টি	সাড়া ঘাট	৩.৯৯
০৩.	পাবনা	বেড়া	০১ টি	ঘিওড় মাজখালী	৩.৯৯
০৪.	পাবনা	ভাগুড়া	০১ টি	বড়াল ব্রীজ	৪.৯২
০৫.	পাবনা	আটঘরিয়া	০১ টি	কমলা নদীর পাড়ে (দুর্গাপুর বাজার সংলগ্ন)	৫.৩৮
০৬.	সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ	০১ টি	মহিষলুটি বাজার	৫.১৭
০৭.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	০১ টি	কামারপাড়া বাজার	৪.০০

০৮.	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	০১ টি	লাহেড়ী মোহনপুর রেল বাজার	৩.২৬
০৯.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	০১ টি	শাহাপুর বাজারে	৫.৩০
		মোট=	০৯ টি		৪০.০০

চিত্রঃ সমেশপুর বাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

চিত্রঃ দুর্গাপুর বাজার মৎস্য অবতরন কেন্দ্র

১৩.৬ বক্স/পাইপ কালভার্ট নির্মাণঃ

জলাবদ্ধতা থেকে জলাশয়কে রক্ষা করা, জলাশয়ের পাড় ভাংগনের হাত থেকে রক্ষা করা, জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে পাবনা জেলায় ৪টি বক্স কালভার্ট ও ২টি পাইপ কালভার্ট এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় ২টি বক্স কালভার্ট ও ২টি পাইপ কালভার্ট ডিপিপিতে নির্ধারিত মোট ১৪.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩.৭ সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার মেরামত ও সংস্কার এবং জেলা মৎস্য দপ্তর পাবনা এর ৩য় তলা নির্মাণ ও গ্যারেজ নির্মাণঃ

প্রকল্পের আওতায় জেলা মৎস্য দপ্তর পাবনা এর ৩য় তলার নির্মাণ ও গ্যারেজ নির্মাণের জন্য ১৯.৭৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। ১৯.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাজটি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ১৭২.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার এবং ০১টি মিনি হ্যাচারি সংস্কার করা হয়েছে।

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	সংস্কারকৃত ভবন, খামার ও মিনি হ্যাচারীর নাম	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)
০১.	পাবনা	পাবনা সদর	জেলা মৎস্য ভবন, পাবনা এর ৩য় তলা নির্মাণ ও গ্যারেজ নির্মাণ	১৯.৭৬
০২.	পাবনা	পাবনা সদর	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সংস্কার	২৯.৫২
০৩.	পাবনা	ঈশ্বরদী	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সংস্কার	২৩.৬৩৫
০৪.	পাবনা	চাটমোহর	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সংস্কার	২৮.০১২
০৫.	পাবনা	সাঁথিয়া	মৎস্য উৎপাদন খামার সংস্কার	১৯.০০
০৬.	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	মৎস্য উৎপাদন খামার সংস্কার	৩৩.৮৭৩
০৭.	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	মিনি হ্যাচারি সংস্কার	১৮.৯২
			সর্বমোট=	১৭২.৭২

চিত্রঃ কাজিপুর মিনি হ্যাচারির গার্ডশেড নির্মাণ

চিত্রঃ উল্লাপাড়া হ্যাচারিতে সিসটার্ন নির্মাণ

চিত্রঃ পাবনা হ্যাচারিতে জেনারেটর স্থাপন

চিত্রঃ চাটমোহর হ্যাচারি সম্প্রসারণ

১৩.৮ বিকল্প আয় বর্ধক কর্মকান্ডঃ

চাষীদেরকে অবসর সময় কাজে লাগানো এবং মৎস্য আইন কার্যকর করার সময় বিকল্প কর্মকান্ড হিসাবে প্রকল্প এলাকার ভূমিহীন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট ৯০টি ছাগল, ৩৬৩৬টি হাঁস-মুরগী, ২০টি সেলাই মেশিন এবং ২০টি রিক্সা-ভ্যান বিতরণ করা হয়েছে। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে এগুলো বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমে নির্ধারিত ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩.৯ ওয়ার্কশপ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরঃ

প্রকল্পের আওতায় ২টি কেন্দ্রীয় ও ৬টি স্থানীয় ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্যয় হয়েছে ৪.৪০ লক্ষ টাকা। এলাকার মৎস্য জীবিদের উন্নত মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ডিপিপি এর সংস্থান মোতাবেক মোট ২.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৪টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর সম্পন্ন হয়েছে।

ব্যাচ নং	সদস্য সংখ্যা	সফরের তারিখ	সফরের স্থান
০১	২০	১০/০৬/২০১১	ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন মৎস্য খামার ও হ্যাচারি পরিদর্শন।
০২	২০	২৬/১২/২০১২	ময়মনসিংহ জেলার দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন মৎস্য খামার ও হ্যাচারি পরিদর্শন।
০৩	২০	০৩/০৬/২০১৩	কুমিল্লা অঞ্চলে প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ ও চাঁদপুর এলাকায় খাঁচায় মাছ চাষ পরিদর্শন।
০৪	২০	০৩/০৪/২০১৪	রংপুর ও দিনাজপুর এলাকার মাছ ও চিংড়ি চাষ পরিদর্শন।
মোট=	৮০		

১৩.১০ মোটর যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতাভূক্ত জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর পাবনা ও সিরাজগঞ্জ এর জিপ গাড়ী (০২টি) এবং প্রকল্পভূক্ত মোট ১৮টি সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের মোটর সাইকেলগুলি প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজে প্রকল্পকালীন সময়ে মোট ৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৩.১১ মুদ্রণ ও প্রকাশনাঃ

প্রকল্পকালীন সময়ে মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাতে মোট ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	কার্যক্রমের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১.	প্রকল্প পরিচিতি পুস্তক তৈরী	১০,০০০ টি	১.০০
২.	মৎস্য সংরক্ষণ আইন বিষয়ক লীফলেট তৈরী	২২,৬০৭ টি	০.৭০
৩.	লীফলেট (প্রকল্প সারসংক্ষেপ)	১০,০০০ টি	০.৩৫
৪.	ফিল্ড নোট বুক তৈরী	৫০০ টি	০.২৪
৫.	বুকলেট (প্রকল্প পরিচিতি)	৪,০০০ টি	০.৭৬
৬.	প্রকল্প এলাকার দর্শনীয় স্থানে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বিল বোর্ড তৈরীসহ স্থাপন (১৫ফুট✕১০ফুট সাইজের)	০৫ টি	২.০০
৭.	ফিল্ড নোটবুক তৈরী	৪০০ টি	১.০০
৮.	মৎস্য বিষয়ক পোষ্টার ছাপানো	১৫০০ টি	০.৭৫
৯.	মৎস্য সপ্তাহ/২০১১ এর সংকলন, মুদ্রণ ও সরবরাহ	গুচ্ছ	১.০০
১০.	মৎস্য সপ্তাহ/২০১২ এর ক্রোড়পত্র প্রকাশ	গুচ্ছ	১.৩৭
১১.	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের বিল পরিশোধ	গুচ্ছ	৫.৮৩
	মোট =		১৫.০০

১৩.১২ প্রশিক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবি, উদ্যোক্তা ও নার্সারারদের প্রতি ব্যাচে ২০ জন হিসাবে মোট ১৭৮টি ব্যাচকে পুকুরে মাছের মিশ্রচাষ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, মাছের রোগ-বালাই ও তার প্রতিকার, বিল নার্সারি/অভয়াশ্রম স্থাপন, হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালনের মাধ্যমে আয়বর্ধক কার্যক্রম এবং প্লাবন ভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ বিষয়ে ২ (দিন) করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি ব্যাচে ২০ জন হিসাবে মোট ৫টি ব্যাচকে ২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ কাজে মোট ব্যয় হয় ৪০.৭০ লক্ষ টাকা।

১৩.১৩ মাছের পোনা মজুতঃ

প্রকল্পের অর্থায়নে পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫২ মেট্রিক টন রুই জাতীয় মাছের পোনা বৃহত্তর পাবনা জেলার বিভিন্ন জলাশয়ে অবমুক্ত করা হয়েছে। উপজেলা পোনা গ্রহনকারী কমিটির মাধ্যমে পোনা অবমুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ কাজে ডিপিপিতে নির্ধারিত ৮৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩.১৪ বৃক্ষরোপনঃ

প্লাবন ভূমি এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্থানীয় সুফলভোগী গ্রুপ কর্তৃক নির্বারিত ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্বাচিত জলাশয়ের পাড়ে শেওড়া, নিম, কদম, বাবলা, ইপিলইপিল এ সকল প্রজাতির বৃক্ষরোপন করা হয়েছে।

১৩.১৫ মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ব্যয়ঃ

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে এ প্রকল্প হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ, প্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে কার্যকর ভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ করতে পারেন। পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পকালীন সময়ে এ কাজে ব্যয় হয় নির্ধারিত ৮.০০ লক্ষ টাকা।

১৪। ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের আওতায় ১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২৫ সিসির ২টি মোটর সাইকেল, ১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি কম্পিউটার (ইউপিএস ও প্রিন্টারসহ) এবং ০.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি ফ্যাক্স মেশিন কেনা হয়েছে। ক্রয়কৃত সামগ্রী প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প দপ্তরে এবং বর্তমানে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা এর কার্যালয়ে ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্প অফিস জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় এবং প্রকল্প এলাকার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহের জন্য ৫.০০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র কেনা হয়। মাটির বাঁধ নির্মাণ, বিলনার্সারি স্থাপন, জলাশয় পুনঃখনন এর কাজ সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর হতে LCS (Landless Contracting Society) এর মাধ্যমে করা হয়েছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকটি ক্রয় সংক্রান্ত নথি বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে ।

১৫। এক্সটার্নাল অডিট সংক্রান্তঃ

প্রকল্পটির এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং এক্সটার্নাল অডিটে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের বিষয়ে ব্রডসিটে জবাব দেয়া হয়েছে, তবে তা এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
(ক) বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি।	উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৫টি অবক্ষয়িত খাল, বিল, মরানদী ও খাস জলাশয় উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ১১টি বিলনার্সারি এবং ২০টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছ। যা মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।
(খ) অভয়াশ্রম স্থাপন, বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির ব্রুডমাছ ও পোনামাছ মজুদ এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জীববৈচিত্র রক্ষা ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি।	স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপন (২০টি), বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির ব্রুড মাছ (৬.৬৯ মেঃটন), পোনা মাছ (৫২ মেঃটন) মজুত, প্রশিক্ষণ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমূহ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এলাকার জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
(গ) জেলার নির্বচিত জলাশয়সমুহে ক্ষুদ্র অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন করা।	মাছের অবাধ চলাচলের জন্য ৬টি বক্স-কালভার্ট ও ৪টি পাইপকালভার্ট নির্মাণ এবং নির্বাচিত জলাশয়ে ০.৫০ ঘনমিটার মাটির বাঁধ ও পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন করা হয়েছে।
(ঘ) মৎস্য কার্যক্রম বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।	মৎস্যজীবিগণ যেন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময় ব্যতিত সারাবছর মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করতে পারেন সে জন্য খাল-বিল, মরানদী ও পুকুর খনন, নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। মাছ বিক্রয়ের সুবিধার্থে ৯টি ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে ৯০টি ছাগল, ৩৬৩৬টি হাঁস-মুরগী, ২০টি সেলাই মেশিন ও ২০টি রিক্সা-ভ্যান ভূমিহীন দরিদ্র মৎস্য জীবিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
(ঙ) মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী ও সর্বসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যথাযথভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন কার্যকর করা	প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন, বিলবোর্ড ও পোস্টার লাগানোর মাধ্যমে মৎস্য সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে কঠোরভাবে এ আইন প্রয়োগের জন্য মোবাইল কোর্টকে এ প্রকল্প হতে সহায়তা দেয়া হয়েছে।

১৭। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৮। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৮.১। প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে ইছামতি মরানদী এবং সয়দাবাদকোলের অভয়াশ্রমে কয়েকটি বাঁশ ও কঞ্চি ছাড়া অভয়াশ্রমে ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রী (সিমেন্ট এর ট্রাইপড, পতাকা ইত্যাদি) চোখে পড়েনি। দেখা যায় উৎসুক জনগণ অভয়াশ্রমের পাশ থেকে মাছ শিকার করছেন। জানা যায়, অভয়াশ্রম ২টিতে অনেক মাছ রয়েছে তবে এ গুলো নির্মাণে ব্যবহৃত বাঁশ, গাছের ডাল পঁচে গিয়েছে। এ গুলো অবিলম্বে সংস্কার করা প্রয়োজন অন্যথায় এর অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে;

১৮.২। এ প্রকল্পে ৫ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। যাদের অধিকাংশই জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দায়িত্বের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাদের কর্মকাল ছিল যথাক্রমে, এক বছর সাত মাস, সাত মাস, দুই বছর তিন মাস, দশ মাস এবং দেড়মাস। এভাবে বারংবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত এবং কাংখিত উদ্দেশ্য অর্জনে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে;

১৮.৩। আলোচ্য প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিটে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিষয়ে ব্রডসিটে জবাব প্রদান করা হলেও তা এখনো নিস্পত্তি হয়নি;

১৮.৪। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে জেলা ও উপজেলা অফিস সমূহে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন সরবরাহ করা হয় । ফলে একই এলাকার জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে ক্রয়কার্যক্রমে দ্বৈততা ঘটার সম্ভবনা থাকে। ইনভেনটরি ব্যবস্থাপনা ছাড়া এগুলোর যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, পরিদর্শনকালে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও যানবাহনে ইনভেনটরি মার্কিং দেখা যায়নি; এবং

১৮.৫। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে মৎস্য জীবিদের প্রশিক্ষণ ও মাছ চাষ এবং মাছ ধরার উপকরণ বিতরণ করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন ডাটা বেইজ না থাকায় সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর এবং বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ হলেও কোন ডাটাবেইজ তৈরির সংস্থান না থাকায় উপকার ভোগীদের সকল তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।

১৯। সুপারিশঃ

১৯.১। অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী হতে হবে;

১৯.২। প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বিশেষতঃ যে সকল কর্মকর্তা মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের বদলীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে;

১৯.৩। এক্সটার্নাল অডিটে উত্থাপিত আপত্তি সমূহ নিস্পত্তি করে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

১৯.৪। বিভিন্ন প্রকল্পের ক্রয়কার্যক্রমে দ্বৈততা পরিহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং ক্রয়কৃত সামগ্রির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ইনভেনটরি ব্যবস্থাপনা ও ইনভেনটরি মার্কিং এর উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে;

১৯.৫। সারা দেশে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় প্রকৃত জেলেদের নিবন্ধনের কার্যক্রম চলমান আছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবানাধীন কার্যক্রমে প্রকল্পভুক্ত এলাকার প্রকৃত মৎস্য জীবিদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ডাটা বেইজ প্রণয়ন করার বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে পারে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ফলো-আপের জন্য Participant List-এ মোবাইল ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে; এবং

১৯.৬। অনুচ্ছেদ ১৯.১ থেকে ১৯.৫ এ বর্ণিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-'ক'

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রধান অঙ্গ সমূহের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
ক. রাজস্ব ব্যয়					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৩৫.২০	০৪	৩৫.১৮৬	০৪
২	কর্মচারীদের বেতন	৯.৮৩	০৪	৯.৮৩	০৪
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	৩৬.৯৩	০৮	৩৬.৯৩	০৮
৪	ভ্রমণ ভাতা	৮২.৫০	থোক	৮২.৫০	থোক
৫	টেলিফোন/ফ্যাক্স	২.৫০	থোক	২.৪৪	থোক
৬	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	২২.০০	থোক	২২.০০	থোক
৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১৫.০০	থোক	১৫.০০	থোক
৮	মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী, মাছ চাষী ও নার্সারার প্রশিক্ষণ	৩৯.৫২	১৭৮ ব্যাচ	৩৯.৫২	১৭৮ ব্যাচ
৯	কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ ব্যয়	১.১৮	০৫ ব্যাচ	১.১৮	০৫ ব্যাচ
১০	মাঠ সমাবেশ/ কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ	৪.৪১	০৮	৪.৪১	০৮
১১	বৃক্ষ রোপণ	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক
১২	রুই জাতীয় মাছের রেণু মজুদ (বিল নার্সারীতে)	৫.৬৬	২৩০.০০ কেজি	৫.৬৬	২৩০.০০
১৩	বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছের ব্রুড মজুদ	৫২.৫০	৬.৬৯ মেঃটন	৫২.১৭	৬.৬৯ মেঃটন
১৪	রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদ	৮৩.০০	৫২.০০মেঃটন	৮৩.০০	৫২.০০ মেঃটন
১৫	চুন, সার, খাদ্য ও অন্যান্য	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক
১৬	বিকল্প কর্মসংস্থান (হাঁস-মুরগী ও পশু পালন)	১৫.০০	থোক	১৫.০০	থোক
১৭	মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ব্যয়	৮.০০	থোক	৮.০০	থোক
১৮	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	২.০০	০১	২.০০	০১
১৯	স্টিয়ারিং কমিটি, ক্রয় কমিটি ও অন্যান্য কমিটির সভা	২.৫০	থোক	২.২৬	থোক
২০	অন্যান্য আনুষংগিক	১৭.০০	থোক	১৭.০০	থোক
২১	এক্সচেঞ্জ ভিজিট	২.৫৫	০৪ ব্যাচ	২.৫৫	০৪ ব্যাচ
২২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক
২৩	মোটর যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ	৮.০০	থোক	৮.০০	থোক
২৪	প্রকল্পভূক্ত সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারসমূহ মেরামত ও সংরক্ষণ	১৭২.৭২	০৬	১৭২.৭২	০৬

ক্র: নং	প্রধান অঙ্গ সমূহের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
		৬৩৬.০০	০	৬৩৫.৩৫৬	০
২৫	মোটর সাইকেল	১.৯৯	০২	১.৯৯	০২
২৬	কম্পিউটার (ইউপিএস, প্রিন্টার ইত্যাদিসহ)	১.৯৯	০২	১.৯৯	০২
২৭	ফটোকপি মেশিন	১.০০	০১	১.০০	০১
২৮	ফ্যাক্স মেশিন	০.১০	০১	০.১০	০১
২৯	আসবাবপত্র	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক
৩০	বিল/খাল/মরানদী/পুকুর ইত্যাদি পুনঃখনন	২৯২.৭৮	৫.১৩ লক্ষ m^3	২৯২.৭৮	৫.১৩ লক্ষ m^3
৩১	জেলা মৎস্য ভবনের ৩য় তলা ও গ্যারেজ নির্মাণ	১৯.৭৬	০১	১৯.৭৬	০১
৩২	ফিস ল্যান্ডিং সেন্টার নির্মাণ	৪০.০০	০৯	৪০.০০	০৯
৩৩	পাইপ/বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১৪.১০	০৮	১৪.১০	০৮
৩৪	নার্সারী পুকুর খনন	৪২.৫০	০.৫ লক্ষ m^3	৪২.৫০	০.৫ লক্ষ m^3
৩৫	স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপন (২০টি)	১৩৮.০৪	২০	১৩৮.০৪	২০
৩৬	মাটির বাঁধ (Sub-Merged Earthen Dyke) নির্মাণ	২৯.৭৪	০.৫০ লক্ষ m^3	২৯.৭৪	০.৫০ লক্ষ m^3
	মোট মূলধন ব্যয় (খ)=	**৫৮৭.০০**		**৫৮৭.০০**	
	সর্বমোট ব্যয় (ক+খ)=	**১২২৩.০০**		**১২২২.৩৫৬**	